2023

PROBASI

OF CHARLOTTE

Come, Celebrate with us!

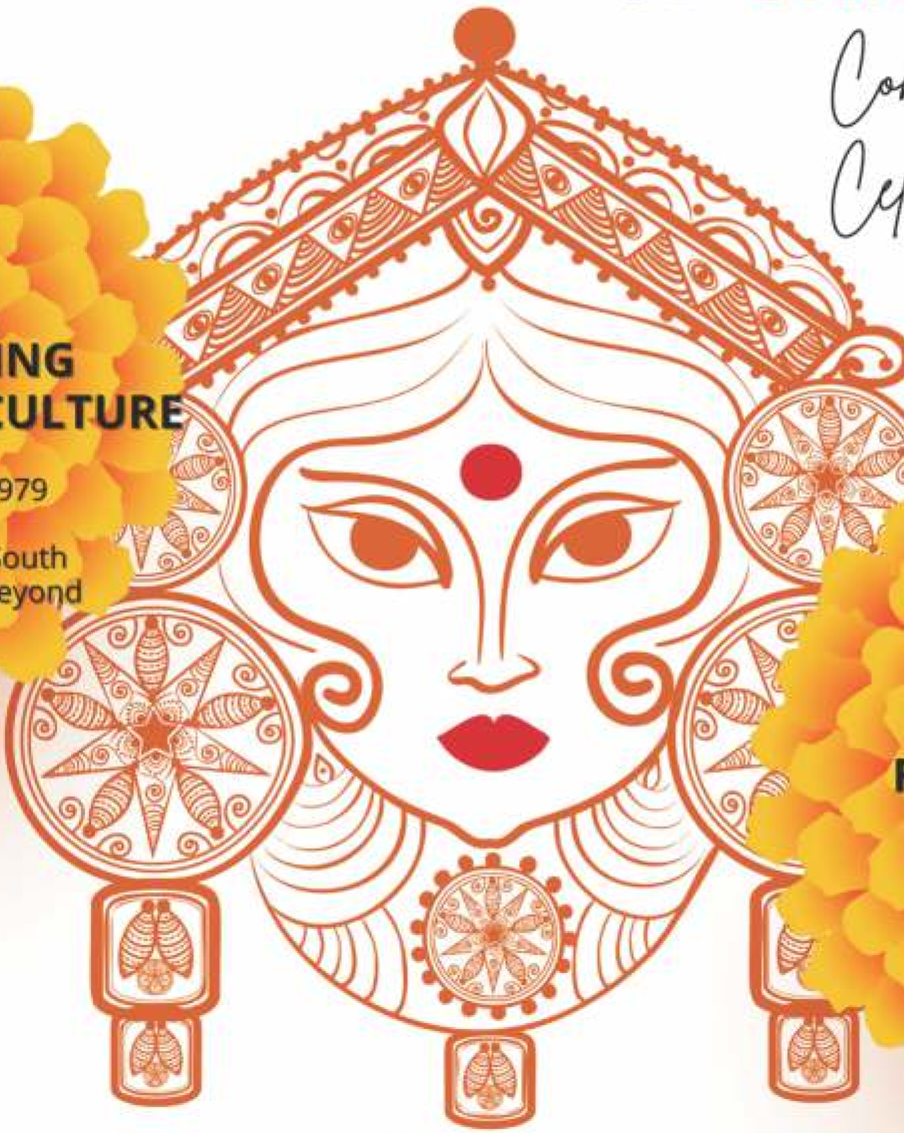

CELEBRATING BENGALI CULTURE

Established in 1979

Serving North, South Carolinas and beyond

CHARLOTTE'S FIRST KALI PUJA WITH IDOL

Happy Durga Puja

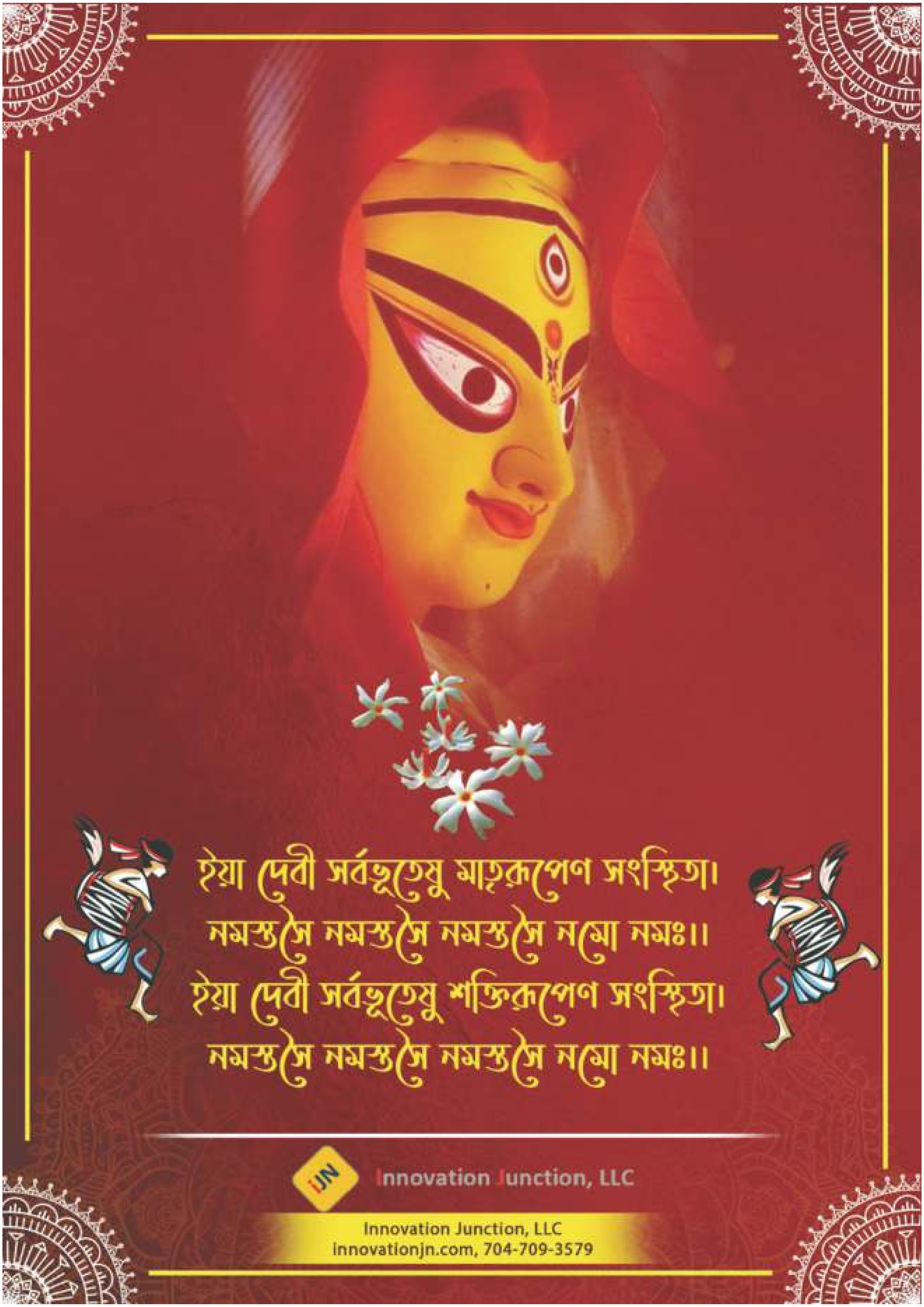
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
Innovation Junction, LLC
Innovation Junction, LLC
innovationjn.com, 704-709-3579

প্রবাসী
শার্লট, নর্থ ক্যারোলাইনা

सर्वमंङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्रम्बके गौरि नारायणी नमहस्तुते।।

দুর্গাপূজা বাঙালীর প্রাণের পুজা। দুর্গাপূজা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের বাঙালীর প্রতি বছরের একান্ত অপেক্ষার ও গর্বের উৎসব। কলকাতার শরতের আকাশ, শিউলি ফুল, পাড়ায় পাড়ায় পুজোর বদলে আমেরিকায় একটু ভিন্ন স্বাদ হলেও, আত্মার আত্মীয়তায় হয়ে ওঠে একান্তভাবে আপন আর সাবেকি। সে আলাস্কার বরফে ঘেরা দুর্গাপূজা হোক বা শার্লট প্রবাসীর দুর্গাপূজা।

১৯৭৯র সরস্বতী পূজা দিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৩ থেকে শার্লট প্রবাসী দুর্গাপূজা নর্থ আর সাউথ ক্যারোলাইনার বাঙালি তথা ভারতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রবাসীর পুজো যেখানে ২০০র অধিক বাঙালি পরিবার একসাথে আনন্দে মেতে ওঠে। কলকাতা থেকে ১০,০০০ মাইল দূরে সেই সনাতনী দুর্গাপুজোর অভিজ্ঞতার অঙ্গীকারে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আমাদের দুর্গাপুজো ২১ বছরে পা দিলো। আসুন সবাই একসাথে এই উৎসবের মুহূর্ত ভাগ করে নেই।

বাঙালি সংস্কৃতিকে আমেরিকার বুকে সজীব রাখা আর আমেরিকার সংস্কৃতির সাথে আদানপ্রদান শার্লট প্রবাসীর প্রচেষ্টা। ২০২৩এ শার্লট প্রবাসী চেষ্টা করেছে বারো মাসে দশটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে। প্রথমবার, ক্যারোলাইনার ভারতীয়দের জন্য এককভাবে কবিতা কৃষ্ণমূর্তির কনসার্ট আয়োজন করেছে। ২০২৩এ প্রথমবার সাফল্যের সাথে বাঙলা চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছে। কালীপূজা, প্রবাসীর এই বছরের নতুন সংযোজন। প্রবাসী পুরোনো সদস্যদের অভিজ্ঞতা আর নতুন সদস্যদের অংশগ্রহণকে একইভাবে সমাদর করে। ক্যারোলাইনার সব বাঙালিকে প্রবাসীর বর্ষব্যাপী কর্মসূচিতে যোগদান করার আমন্ত্রণ রইল।

আশা রাখি উৎসবের প্রতিটি দিন যেন আপনাদের সুস্বাস্থ্য, অনাবিল আনন্দ, যা কিছু শুভ তাই দিয়ে আবাহন করে।

সবাইকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শার্লট প্রবাসী কার্যনির্বাহী কমিটি,

সুদীপ্ত নন্দী, সভাপতি

অশোক দাস, সহ-সভাপতি

দেবজ্যোতি দাস, সহ-সভাপতি

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ

মহুয়া রায়, কোষাধ্যক্ষ

১৪ই আশ্বিন, ১৪৩০

With Best Compliments From

CHEMWORLD INTL. LTD, INC

666 PLAINSBORO ROAD
STE 515
PLAINSBORO, NJ 08536

We are thankful to

RICHA GRAPHICS

for their printing services

Phone: 855-880-3998
Email: orders@richa.com

INCHIN'S BAMBOO GARDEN

pan asian cuisine

Indo Chinese Cuisine

flavors from the far east

china · malaysia · indonesia · singapore · thailand

9601 n tryon st, charlotte, nc 28262

980.585.3850

@inchinsbamboo | #inchinsbamboo | bamboo-gardens.com

Probasi of Charlotte

Bengali Community of Charlotte

EXECUTIVE COMMITTEE

Sudipto Nandy
President

Debjyoti Das
Vice President

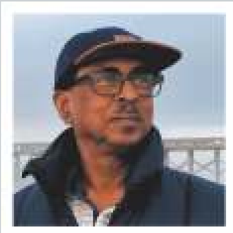

Asok Das
Vice President

Mahua Ray
Treasurer

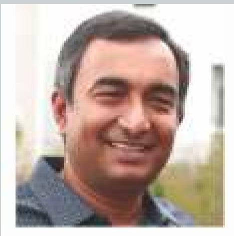

Dipankar Dasgupta
Treasurer

CULTURAL COMMITTEE

Moumita Ray Choudhuri

Somdatta Nandy

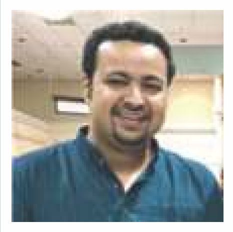

Avik Banerjee

Tania Roy

Tuhin Dasgupta

FOOD COMMITTEE

Aparna Das

Devina Das

Sonali Roy

Subhra Nandi

Moumita Banerjee

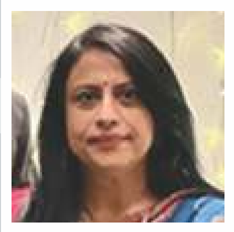

Malobi Banerji

Probasi of Charlotte

Bengali Community of Charlotte

PUJA COMMITTEE

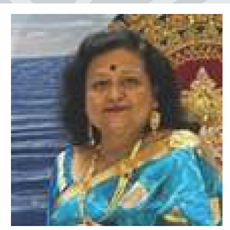
Alta Roy

Kabita Kayal

Sutapa Dasgupta

Anuradha Sarkar

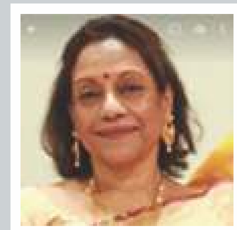
Malabika Barari

Chitra Medda

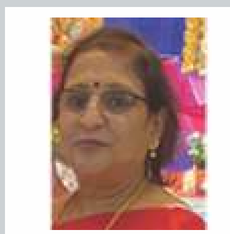
Upali Roy Chowdhury

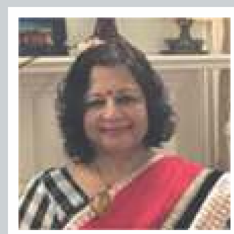
Sushmita Sengupta

BOARD OF DIRECTORS

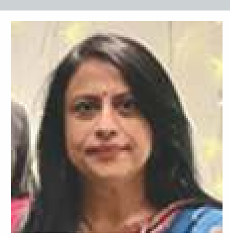
Malobi Banerji

Haimanti Baidya

Swapan Nandi

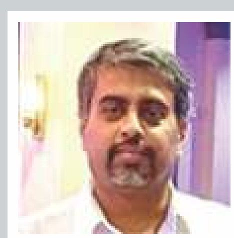
Rajib Roy

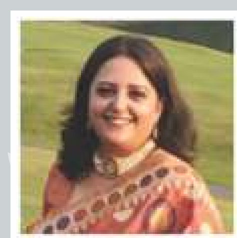
Moumita Ray Chaudhuri

IT & MEDIA

Debjyoti Das

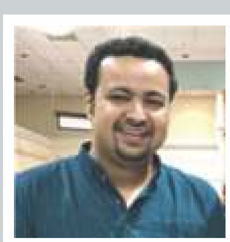
Avik Banerjee

FUNDRAISING TEAM

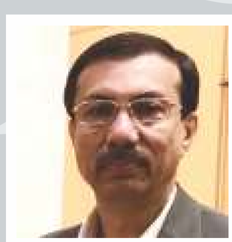
Sanjay Banerji

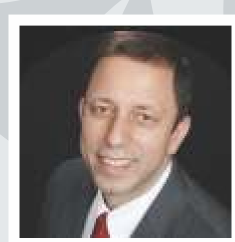
Atul Mehrotra

Sudipto Nandy

With Best Compliments From:

CLASSIC DYESTUFF, INC

301 Brentwood Street
High Point, NC 27260

MODERN CUT SALON

Hair Cut, Colour, Highlights
Permanent Hair Straighting
Permanent and Hair Styling

Need anything else..?

9510 University City Blvd
Charlotte, NC, United States
North Carolina
Contact : +1 704-547-0008

Probasi of Charlotte

Bengali Community of Charlotte

PROCUREMENT TEAM

Nabarun Bhowmick

Tridib Chakrabarti

LOGISTICS TEAM

Rajib Roy

Swapan Nandi

Sekhar Roy

* Avik Banerjee, Magazine Coordinator & Shankar Halder (Kolkata), Editor
** Cover Base Image : Starline on Freepik
Cover Design : Debjyoti Das

Anica (8 Years)

May Maa Durga bless you with good health, wealth and happiness!

With Best Wishes!!!
Juhie, Rishi, Shweta & Joydip

Durga Puja 2023 - Family Sponsorship

Probasi of Charlotte is extremely thankful to the following member sponsors:

Friday Misti Full	Debjyoti & Devina Das
Saturday Puja Fruits	Mridul & Samarpita and Vidya Majumdar
Saturday Lunch Khichuri Full	Sekhar & Tania Roy
Saturday Lunch Chutney	Moumita & Nabarun Bhowmick and Solanki & Sayantan
Saturday Lunch Misti	Mahua & Sanith Ray and Aparna Meyerson
Saturday Sandhi Puja Full	Asis Nasipuri & Soma Nag
Saturday Dinner Chutney	Aparna and Asok Das
Saturday Puja and Dinner Misti Full	Sutapa & Dipankar Dasgupta
Sunday Puja Fruits	Vidya Majumdar
Sunday Puja Misti (Morning)	Shipra Paul
Sunday Lunch Chutney	Mahua & Sanith Ray
Sunday Lunch Payesh	Sonali & Rajib Roy
Sunday Lunch Misti	Shweta Ghosh
Sunday Bijaya Misti Full	Sanjay and Malobi Banerji
Kids Food for Durga Puja (all 3 days)	Aparna & Asok Das
Laxmi Puja Halua	Tomoshi Roy
Kali Puja Misti	Upali Roy
Kali Puja Dinner	Somdatta Nandy and Sudipto Nandy

GRUBHUB
DOORDASH
Uber Eats
HALAL FOOD CERTIFIED
HALAL
100%
/thepepperscharlotte
POTLAM BIRYANI/ PULAO
BUCKET BIRYANI'S
LIVE DOSA CATERING
LIVE TANDOOR CATERING
PARDA BIRYANI
THURSDAY SPECIAL
The Peppers
INDIAN CUISINE & BAKERY
OPPOSITE CONCORD MILLS MALL. CONCORD NC
BREAKFAST
TEA/SAMOSA/PUFF
DIL PASAND
WEEKEND
LUNCH BUFFET
SATURDAY&SUNDAY
PASTRY'S
ICE CREAMS
11% DISCOUNT ON
LUNCH ORDERS
MONDAY TO THURSDAY
PARTY HALL
LUNCH COMBOS
CATERING SERVICES
FRESH JUICES
Sugar Cane
Orange
WEDNESDAY BIRYANI MELA
3 Biryanis For $30
8524 PIT STOP CT NW. CONCORD, NC - 28027
CATERING ORDERS: (980)-219-8999
Order Online
www.thepeppersusa.com

ত্রিমাত্রিক

বিশ্বেশ্বর রায়

শৈশবে লক্ষ্মীর ভান্ডারে জমানো পয়সাগুলো
শেষমেষ কাজেই লাগেনা, শিমূল তুলো
ফেটে গেলে উড়ে যায় সব, যদিও হিসেবি
মানুষেরা ভাবে ঠিকঠাক গুছিয়েছে সবই।
উপবাসী জননী পূজো দিয়ে শীতলা তলায়
বাড়ি ফিরে দেখে ছেলে তার মায়ের দয়ায়
গায়ে মুখে গুটি নিয়ে নির্জীব শুয়ে আছে খাটে,
কোথায় এখন যাবে ডাক্তার নেই এই তল্লাটে,
মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় যে মৌন মানুষ
তারই হাতে রাখা যায় নিশ্চিন্তে হাত, ফানুষ
বিভ্রান্তিকর, নির্ভরতা আকাশকুসুম,
কারা যেন বলেছিলো তুষার গিরির বুকে ধুম
উত্তাপ দেয় না কোনো, না আছে আগুন,
তুমি যদি কাছে থাকো অঘ্রানেও দুরন্ত ফাগুন।
জীবন সঞ্চয়ী নয়, উজাড়েই তাহার উল্লাস,
পাখির ডানায় মুক্তি, জীবনের তীক্ষ্ণ প্রতিভাস,
যা দেখি তা সত্যি নয়, প্রকৃতের বিম্বিত দ্যোতক,
আজীবন মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থাকা আর কাঁহাতক।

দূর্গা পূজা

ধনঞ্জয় সাহা

পূজা এলো বছর ঘুরে
পরি নতুন জামা
মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি হাতে
আসে বড়মামা।

কুমোর আসে নাড়া নিয়ে
রঙে ভরা বাটি
বাঁশের কঞ্চি, দড়ি, তুলি
নৌকা ভরা মাটি।

রাতে-দিনে ঠাকুর বানায়
মাঠের পারে চা'লে
খেলনা-পাতি ভরা নৌকা
মাঝি ভিড়ায় খালে।

ঢাকের তালে মিলে-মিশে
হিন্দু-মুসলমান
যাত্রা দেখে নাচে গানে
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান।

গাছের ডালে সুখে নাচে
দোয়েল কোয়েল ময়না
বধূ পরে রঙিন শাড়ি
সোনা-রূপার গয়না।

ছুটির সময় কাটাই সুখে
সব ভেদাভেদ ভুলে
মনে থাকে সুখের আমেজ
আমরা ফিরি স্কুলে।

KUMON

LEARNING CENTERS

Preschool – High School

Math and Reading Program

To learn more,

schedule a FREE orientation today!

practice makes possibilities™

There is no shortcut to greatness. Mastery of skills takes practice. Your student can excel in math and reading ... with practice.

Kumon Math and Reading Centers of

Belmont
704.413.1999

Charlotte - Ballantyne
704.752.7757

Charlotte - Carmel West
704.877.2005

Charlotte - Providence
704.503.8989

Charlotte - Rea Farms
704.317.8100

Charlotte - Southwest
704.588.8988

Concord - Speedway
704.784.5866

Fort Mill - West
803.801.1222

Harrisburg - Town Center
704.312.5889

Huntersville - North
704.281.6562

Matthews - Weddington Mckee
704.846.8798

Wesley Chapel
704.843.5555

*Most Kumon Centers are independently owned and operated. Additional fees may apply. See Center for applicable terms and conditions.

©2022 Kumon North America, Inc. All rights reserved.

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামশ্রী টুটু বন্দ্যোপাধ্যায়

"তাঁর গান যখন গাই, তখন সেই সুরের সঙ্গে, কথার সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে কোন পার্থক্য খুঁজে পাই না। কথা, সুর, পরিবেশ আর আমি নিমেষে এক হয়ে যাই। এ ব্যাপারটা আপনা থেকেই ঘটে যায়। তাতে আমার কোন চেষ্টা নেই। যাঁর স্রোতধারা তাঁরই পূজা..." লিখেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকার জন্ম হয় বাঁকুড়া জেলার "সোনামুখি" গ্রামে। তিন বছর পর্যন্ত মা-বাবা-মামাদের আদরে ভালোবাসায় বেড়ে উঠে, এক সময়, পরিবারের এক দাদামশাইয়ের হাত ধরে, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় সেখানকার লাইব্রেরিতে কাজে যোগ দেন। তাঁরা গুরুপল্লীতে মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল দেওয়া এক কুটিরে থাকতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে মা অনিলাদেবীর সংসার বড় হল। কণিকারা হলেন পাঁচ বোন, তিন ভাই।

ছোট থেকেই কণিকা আর সবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক পরিবেশে, পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, ছবি আঁকা শুরু করলেন। বাল্যকাল থেকেই আদর পেয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। প্রথম দেখা হয়, এক কালবৈশাখী ঝড়ের দিনে। এক বন্ধুর সাথে আনন্দে দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছিলেন, উত্তরায়ণে আম কুড়োতে। হঠাৎই নামলো প্রচন্ড বৃষ্টি। এক দৌড়ে দুই বালিকা গুরুদেবের শ্যামলী বাড়ির একপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানলা দিয়ে গুরুদেব তাদের দেখে, ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা গান গাইতে পারে কি না।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেই তাঁরা ইস্কুলে শেখা একটি বর্ষার গান গাইলেন।

সেদিনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন কণিকার গলা। সেদিন নাম জিজ্ঞেস করে তিনি তাঁর নাম জানলেন অনিমা। এরপরই স্নেহে ভালবাসায় তিনি বড়দের গান শেখানোর সময় তাঁকেও ডেকে নিতে শুরু করলেন। এভাবেই দিন কাটছিল। একদিন কণিকার মা-বাবার অনুমতি নিয়ে গুরুদেব অনিমা নামটি পালটে, তাঁকে নাম দিলেন কণিকা। ইস্কুলে সেই নামেই শুরু হলো অনিমার জায়গায় কণিকা মুখোপাধ্যায়। আরও পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কণিকাকে আকবরী মোহর নামে ডাকতে লাগলেন। এতটাই তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন।

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM

LINCOLN AG MARKETING

216 East Florence Ave,
Glenwood, IA 51534

এরপর কণিকা গান শেখেন দীনু ঠাকুরের কাছে। তবে তা প্রথাগতভাবে নয়। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈলজারঞ্জন মজুমদারের উপরেই কণিকার গান শেখানোর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গীত ভবনে ঢোকার পর ক্লাসিকাল গানের চর্চা করেছেন।

পরে ১৯-২০ বছর বয়সেই সঙ্গীত ভবনে শিক্ষিকা হিসেবে ঢোকেন। তবে সঙ্গীত ছিল তাঁর সাধনা। প্রকৃতির সানিধ্যে থাকায় রবীন্দ্রভাবনা এবং দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল মনে।

গান শেখানোর সময়, ঠিক কোন জায়গায় দম নিলে কথার অর্থ অনুযায়ী গানের বাণীকে ব্যবহার করা যায় এবং কোন কথা কতটা তীক্ষ্ণ বা নরম হলে গানের মর্মার্থ বেড়ে যায়, তাও শেখাতেন।

স্বরলিপির কাঠামো পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে, তার হদিশ দিতে পেরেছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪৫ সালে তিনি বিয়ে করেন শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর প্রধান এবং লেখক বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে। একদিকে দুই সংসারের দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে গানে নিজেকে সঁপে দেওয়া, দুইদিকেই ছিল তাঁর ভয়ানক প্রচেষ্টা। কণিকা বন্দোপাধ্যায় বিদেশের বহু জায়গায় গেছেন সেখানকার মানুষের ভালবাসার ডাকে। সঙ্গে সর্বদা থাকতেন স্বামী আর পুত্রসম গোরা সর্বাধিকারী।

সারা জীবনে অনেক অনেক পুরস্কার অর্জন করেছেন নতমুখে। আবার, তিনি যেদিন বুঝেছেন, তাঁর শরীর আর মনকে, তখন থেকেই নিজেকে মঞ্চ অনুষ্ঠান থেকে দূরে নিয়ে গেছেন।

এখানেই তাঁর গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাই আমরা....

With Best Compliments From:

LOWRY INSURANCE

BUSINESS | PERSONAL | BENEFITS

LAWRY INSURANCE

2101 REXFORD ROAD, SUITE 150-W, CHARLOTTE, NC 28230

TEL: 704-688-6591

MARINE TRANSPORT LLC

CONTACT

251.635.7349

https://martrans.us

operations@martrans.us

SERVICES

Agency Services | Specialty Services | Consultancy | Rental-Purchase

ঠিকানা

বিশ্বেশ্বর রায়

আকাশ ফুঁড়ে গাঙ নেমেছে মর্ত ধুলোয়
আজ সংসার বিশ্বজগৎ যাক না চুলোয়,
আজকে পাষাণ গলে যাবে ঝর্ণা হয়ে
বৈদূর্য্যমণির আভা ছড়িয়ে দিয়ে,
বউ কথা কও ডাকছে পাখি ডালিম শাখায়
মেঘমল্লার রাগে কে ওই গান গেয়ে যায়,
সবুজ দ্বীপে পা রেখেছে গোলাপ কুঁড়ি,
মোহনাতে উজান স্রোতে ইলশেগুড়ি,
মঙ্গলে আর চাঁদের বুকে মিলেছে জল
স্ফটিক-কঠিন আস্তরণের জীবন-আঁচল,
জমি-জিরেত কিনছে যারা থাকবে অমর
ভবিষ্যতের উপনিবেশ শেষ ডাকঘর,
নিরুদ্দেশে যাবার আগে গেলাম বলে
চোখের জলের দু'এক ফোঁটা দিও ঢেলে
মোচার খোলায়, ভাসিয়ে দিও নদীর জলে
ঠিকানা ঠিক খুঁজে নিয়ে আমার কাছে আসবে চলে।

সমুদ্রযাত্রা

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

ঠিক করলাম দুজনে মিলে সাগরে যাবো,
নোনা জলে সারাদিনভর জমিয়ে না'ব।
রাত করে উঠে পড়লাম ট্রেন-এ
সঙ্গে ছিল আরো একজন ঘোমটা টেনে।
বাইরে সেদিন অঝোর ধারা,
যাত্রী সবাই অঘোর ঘুমে সজ্ঞাহারা।
হঠাৎ গাড়ী গেল থেমে,
লাফিয়ে আমি গেলেম নেমে,
বর্ষার রাত নিকষ কালো
ঠাওর কিছু হলনা ভালো।
নানা মুনির নানা মত
তাদের মাঝে একজন সৎ
বলল আমায় কানে কানে অচিন সুরে
চলতি গাড়ির দরজা খুলে রাত দুপুরে
ঝাঁপ দিয়েছে ভালবাসা
সেই থেকে বন্ধ আমার কোথাও যাওয়া কিম্বা আসা।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Desai&Desai

Accounting Services
Tax Services
Business Development
Accounting Software
Business Consulting
Outsourcing Accounting Services

ANUP DESAI, CPA, MBA

2423-B PLANTATION CENTER DRIVE, SUITE B, MATTHEWS NC 28105
PHONE: 704-845-0918 OR 704-845-0915
EMAIL: ANUP@DESAILLP.COM
NORTH CAROLINA CPA LICENSE NUMBER 26839

My First Durga Pujo in KOLKATA

- Oishie Ghosh

Durga Pujo is the biggest festival of Bengalis. Whether they are from Kolkata, or from any other country or city, Bengalis all over the world loves to celebrate Durga Pujo. Living in the USA with my parents for most of my life, I didn't have many opportunities to visit Kolkata during Durga Pujo. However, I did visit Kolkata when I was 4 years old and celebrated the five days of Durga Pujo with my family. It was September 2014, and this was my first Pujo at Kolkata, as far as I remember. I remember the shopping rush before the puja days. My mom was so excited during that time. We often went shopping to the different parts of Kolkata, then went from one store to another, then food, yes, I really liked the last part. I especially remember the first day of Durga Puja, or Pujo, as everyone calls it. My Dia (grandma) told me the story behind Durga Pujo. Durga Pujo is the festival that celebrates the goddess Durga, who comes to visit us from her home in the mountains, kind of a 'homecoming'. She brings her children with her: Ganesh, Lakshmi, Saraswati, and Kartik. They are all very powerful and beautiful gods and goddesses. My mom tells me that Pujo is the most important festival for Bengalis, like us. She says that we have to wear new clothes, eat delicious food, and pray to the goddess for her blessings. In Kolkata, I saw the biggest and much decorated pandals. A 'pandal' is a big tent that has a stage inside and usually, Maa Durga and her children are placed on those stages. There were many pandals in Kolkata, and each one was different and special. I was very excited to go to my first Pujo. My mom had bought me a new dress. It was pink and yellow, with flowers and lace. It was very pretty and soft. My mother helped me to style it with a bow and ribbon on my hair. My dad had a camera with him. He took many pictures of us and the different pandals. I remember, we started the pandal hopping on the very first day of the Pujo.

WESTERN OVERSEAS CORPORATION

WESTERN OVERSEAS CORPORATION

Customs Brokers - NVOCC
&
International Freight Forwarders

Our own Offices & Agents across the world

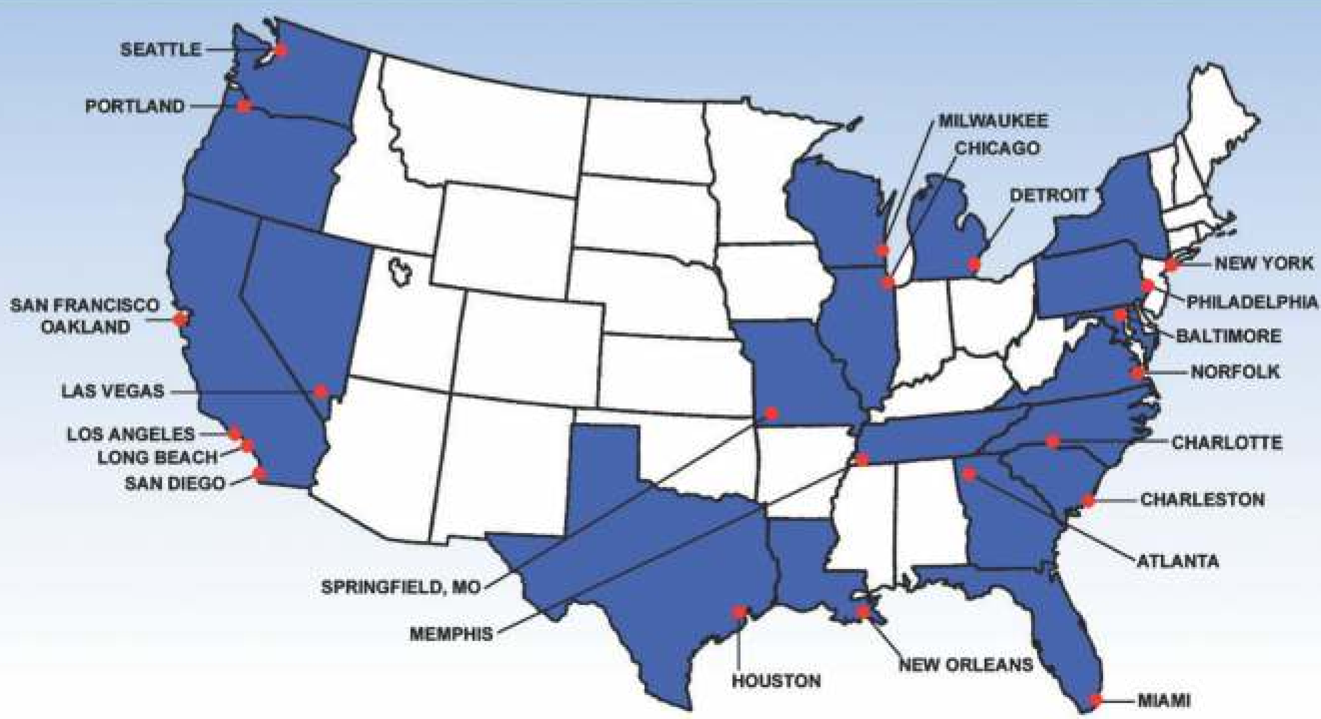

Tel: 1-562-252-8600

Fax: 1-562-986-1367

www.westernoverseas.com

Dad used to drive our car, and we went to the different directions of Kolkata. First time I realized how big Kolkata is. There were so many people on the street, all dressed up in colorful clothes and with their smiling faces. I remember the day when we visited the nearest pandal of our house. While walking to the pandal, I saw some of my friends from our apartment. The pandal was very big and bright, with lights and flowers everywhere. There was a long queue of people waiting to enter the pandal. We joined them and waited patiently. As we got closer to the entrance, I heard loud music playing from inside. It sounded like drums and flutes and bells. It was very festive and cheerful. I also smelt something sweet and spicy in the air. It made me hungry. We finally reached the entrance of the pandal. It was dark inside, except for some lamps that illuminated the statue of Maa Durga and her children. The statues were very big and beautiful, made of clay and painted with bright colors. Maa Durga was sitting on a lion, holding weapons in her ten hands. She looked fierce but kind at the same time. Her children were standing next to her, holding their own symbols: Ganesh had an elephant head and a mouse; Lakshmi had lotus flowers and coins; Saraswati had a book and a veena; Kartik had a peacock and a spear. There were many people inside the pandal, praying and offering flowers, fruits, sweets, and money to the goddess. Some were singing hymns or chanting mantras. Some were just looking at the statue with awe and devotion. My parents took me closer to the statue and told me to fold my hands and bow my head. They said we have to ask Maa Durga for her blessings and thanked her for coming to visit us. They also told us to make a wish in our hearts. I did as they said and closed my eyes. I made a wish in my heart: I wished that Maa Durga would always protect me and my family, I wished that she would always give us strength and happiness. I opened my eyes and saw my parents were smiling at me. They said that I did well and we took a selfie afterward. We left the pandal and continued to another pandal nearby, which looked very different from the first one. At the end of the first day, I got very tired. But the good part was, I had one big plate of Kolkata style chicken biriyani for dinner.

I still remember my first day of Durga Pujo, it was loud, a little bit chaotic but it was fun. Those five days were amazing. In night, the streets looked like fairy tales, thousands of lights had surrounded us. My mom said, Durga Pujo is not only a festival, but also an emotion, it is a social event and it is showcasing the deep rooted Bengali culture. And I think to experience these magical moments, you should go there at least during the Pujo days!

Our tools will help your business thrive.

COMPETITIVE PRODUCTS

- **Disability Income Insurance**
  - Individual DI Insurance or Multi-Life
  - BOE and Buy Sell
  - Protect ability to save for retirement
- **Long-Term Care Solutions**
- **Life Insurance**
  - A comprehensive product portfolio, including Whole Life, Universal Life, Variable Universal Life[1], Term Life and Survivorship Life

INDUSTRY EXPERTISE

- **Estate Analysis & Business Planning**
- **Business Succession Planning**
- **Estate Planning**
- **Executive Benefit Plans**

MassMutual Carolinas is a proud sponsor of Prabasi.

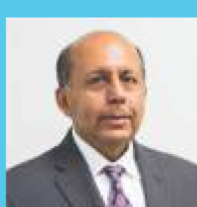

Sunil Nagpal, ChFC®
Financial Services Professional
MassMutual Carolinas
704-504-7205
snagpal@financialguide.com

Insurance. Retirement. Planning.

MassMutual
Carolinas

Insurance Representative of Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), Springfield, MA 01111-0001, and its affiliated US Insurance companies. Local firms are sales offices of MassMutual, and are not subsidiaries of MassMutual or its affiliated companies. Insurance products issued by Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), Springfield, MA 01111, and its affiliated US insurance companies. Securities and investment advisory services offered through MML Investors Services, LLC, Member SIPC® and a MassMutual subsidiary. Supervisory Office: 4350 Congress Street, Suite 300 Charlotte, NC 28209; Phone: 704-557-9600. [1]To offer or sell MassMutual and subsidiary company variable products, producers must be registered representatives of MML Investors Services, LLC, 1295 State Street, Springfield, MA 01111-0001, or a broker-dealer that has a selling agreement with MML Distributors, LLC. All products are offered by Massachusetts Mutual Life Insurance Company, 1295 State Street, Springfield, MA 01111-0001. The products may not be available in all states. Product listing accurate as of August 16, 2022. CRN202309-284210

Anaaya

Anaaya

BEST

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS WITH OVER 86 YEARS OF EXPERIENCE

1080 Nerge Road, Suite # 100
Elk Grove Village, IL 60007
Tel : 847-891-7100/8402 Fax : 847-891-8414
E-Mail: ARKSHIPPING@AOL.COM

WISHES

FOR ALL YOUR SHIPPING NEEDS PLEASE CONTACT:

ARK SHIPPING INC

BIRYANI NATION
Indian Cuisine & Bakery
HALAL FOOD CERTIFIED
حلال
HALAL
100%
ORDER NOW
www.biryaninationusa.com
40+ Biryanis
Feel The Rich Taste Of
BIRYANI
BALLANTYNE
704-919-0802 | 980-390-0615
Conlan Cir Suite A1 14027
Charlotte NC 28277
UPTOWN
(980)-384-9738
120 N Cedar St #765,
Charlotte, NC 28202
Catering Services
Thali - Veg & Non Veg
Idly & Dosa
BUCKET BIRYANI
Bucket Biryani
Raita
Salan
Dessert
We do catering for All Events, Gatherings, Weddings, Birthday Parties.
Live Dosa and Chaat Stations Available

আগমনী

দেবশ্রী মিত্র

বড় তরফের একমাত্র মেয়ে কুমু প্রায় তিন বছর পরে বাপের বাড়ী এসেছে। নামেই বড় তরফের মেয়ে, আসলে বড়, মেজ, ছোট তরফ মিলিয়ে সাত ভাইয়ের এক বোন কুমু। যখন দিন ছিল, কুমুর ঠাকুমা খান্ডার বুড়ি বেঁচে ছিল, তখন মেয়ে জামাই এলে বড় পুকুরে তিন জেলে নিত্য জাল ফেলতো, সদরে রোজ বাজার সরকার নিজে ছুটতো ফল মিষ্টি কিনতে। বুড়ি গেছে এই বছর পাঁচেক হল। তার মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তিন তরফ আলাদা হয়েছে, বাড়ির দুর্গাপুজো, সেও বড় তরফ কোনরকমে নমো নমো করে করে। মেজ, ছোট একে একে এসে দাদার সামনে মাথা নামিয়ে বলে গেছে, আমাদের আর তেমন ক্ষমতা নেই তো দাদা, বোঝোই তো! তবুও শেষবার পুজোর সময় মেয়ে জামাই আসায় বড় হেঁসেলে একসাথে রান্না হয়েছিল সবার। বচ্ছরকার দিনে মেয়ে বাড়ি আসবে, জামাই বাবাজী দেখবেন তিন হাঁড়ি! তাই পুজোর কদিন ঝগড়া ভুলে বড় হেঁসেলে সাত বৌদি এ ওকে ঠেলে ভেটকী পাতুরি আর গলদার মালাইকারি খাইয়েছে মেয়েকে। তিন গিন্নি এক পানের বাটা থেকে পান খেয়েছেন বৌদের সাজা। তিন কত্তা কাছারীঘরে গদিতে পাশাপাশি বসে তামুক খেতে খেতে পুজোর হিসেব দেখেছেন।

তারপর তো জামাই বাবাজীবন সপরিবারে বিদেশ গেলেন। কুমুরও আর তিন বছর বাড়ি ফেরা হল না। পুজোও দেখা হল না তিন বচ্ছর। কুমু সেখানে চোখের জল ফেলে, তিন গিন্নিকে পালা করে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, সন্ধিপুজোয় কোন বৌদি প্রদীপ বানালো এবছর? নতুনদার মেয়ে তো বারো বছরের হল, শাড়ী পরা ফটো পাঠাও দেখি একবারটি! কাজেই কেউই আর সাহস করে কুমুকে হাঁড়ি আলাদা হওয়ার, কী নমো নমো করে পুজো হওয়ার খবর দিতে পেল না। আহা, বিদেশে বিভুঁইতে থাকা একলা মেয়ে, এ খবর শুনলে সে না জানি কত কষ্টই পাবে! হাজার হোক মেয়ে সবার চোখের মণি, ছোটকার পাতের গরাস না খেলে তার পেট ভরতো না, মেজকা একবার স্কুলে দিদিমণি মেয়েকে মেরেছিলেন বলে লেঠেল নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল শাসাতে! সেই মেয়েকে কী আর প্রাণে ধরে কষ্ট দেওয়া যায়?

With Best

Compliments

From

ROYCE ASSOCIATES

35 CARLTON AVENUE
EAST RUTHERFORD, NJ 07073
TEL: 201 438 5200

ফলতঃ এইসব চোরা এবং দৃশ্যত বড় ফাটল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কুমু ছেলে এবং কত্তা সমভিব্যাহারে পঞ্চমীর দিন সাইকেল রিক্সাভ্যানে দুই ইয়াব্বড় সুটকেশ চাপিয়ে পরানপুরের জমিদারবাড়ির দরজায় এসে নামলেন। মেয়ে আসছে বলে এবারেও আগের মতই ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। সাত ছেলে বউ, নাতি-নাতনি এসেছেন, মেজ আর ছোট তরফের হেঁসেলে চাবি পড়েছে, জেলে বুড়ো বড় পুকুরে গেছে জাল আর দুই ব্যাটাকে নিয়ে, মেজ আর ছোটকত্তা কিছু টাকা দাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছেন পুজো বলে তিন বছরে প্রথমবার; মোটকথা বাড়ি গমগম কচ্চে। কুমু এসে আগেই গেল ছোটখুড়িমার ঘরে। কুমু যখন জন্মায় ছোটখুড়িমা তখন নতুন বউ। বিশেষ তার মা কুমু হয়ে ইস্তক পড়েছিল সুতিকা জ্বরে। সে ছোটখুড়িমার হাতে মানুষ। বুড়ি তার ছোট পানের বাটা খাটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল, যাতে কুমু কিচ্ছুটি টের না পায়। তবু কিভাবে যেন, দুঘন্টা খুড়িমার কোলে মাথা রেখে টেমসের জল কি রঙের আর বিলেতে মেয়েরা খুড়িমার চেয়ে বেশি ফর্সা নয়, এসব ভেতরের খবর জানিয়ে খাট থেকে নামার সময় তার পা ঠেকলো ছোট পানের বাটায়। মেজখুড়ির ঘরে গিয়ে, বাড়িতে পরার শাড়ি দাও দিকি একখান, বড় স্যুটকেস খুলিনি এখনো বলায় মেজখুড়ি ভুলে ভুলে তার সামনেই আলমারি খুলে ফেললেন। তাতে ঠাকুমার ফুলের সাজের বড় কাঁসার থালাখানা চোখে পড়ে গেল কুমুর। যদিও মেজগিন্নি কুমুর "এ থালা এখানে কেন মেজখুড়ি, পুজোয় দাওনি?"র উত্তরে "এই যে দিয়ে আসি। ভুলেই গেছি রে মা।" বলে কোনরকমে সামলালেন, কুমুর ভুরু কিন্তু কুঁচকেই থাকলো।

সে ঘোরে ফেরে আর লোকজনকে যতসব সন্দেহজনক প্রশ্ন করে। বিশেষ করে, নতুনদার কিশোরী মেয়েটি, যার নাম রিনি, পিসির বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে দেখা গেল। যদিও তাকে বাপ-মা, জ্যাঠাই জেঠি থেকে দাদা ঠাকুমা সবাই পালা করে মনে করিয়ে দিয়েছে যে পিসিকে কিচ্ছুটি বলা বারণ, তবুও বাড়ীসুদ্ধু লোকের আর ভয় কাটে না। কুমু আর রিনি একখান কাঁসার কানা উঁচু থালায় লুচি আলুরদম নিয়ে গিয়ে খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে। একথালা থেকে পিসি ভাইঝি খাবার খায় আর কিসব ফিসফাস করে। ফিরে এলে রিনির মা তার হাত পাকড়ে বলে, "কী এত কথা বলছিলিস শুনি?" রিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "ও তো পিসে খিড়কি পুকুরে আমায় সাঁতার শেখাবে বলছিল!"

রাতের বেলা কত্তারা, জামাই-গিন্নিরা, নাতিপুতিরা খেলে খেতে বসে সাত বৌ আর কুমু। বামুন বুড়ি সামনে বসে ঢোলে। গ্রামের দিকে কারেন্ট আর কতক্ষণ থাকে! বড় হ্যাজাক জ্বলে একখান মাঝখানে, তাকে ঘিরে আটজনের পাত পড়েছে। বামুন বুড়িকে কোন বউ, "ও খুড়িমা, কুমুকে কাঁটাচচ্চড়ি দাও দিকি আরেকটু" বা "ঠাকুরঝির পাতে মুড়োটা দাও" বলে ফরমায়েশ করে। কুমু খানিক খায়, খানিক আর দিও না বলে মানা করে। বৌরা নিজের থালার চেয়ে ননদের থালার দিকে নজর দেয় বেশি, গিন্নিদের, বিশেষতঃ ছোটগিন্নির কানে মেয়ে ভালো করে খায় নি কথা উঠলে আর রক্ষে নেই।

এমন সময় খিড়কির পুকুরের দিক থেকে কিসের যেন আওয়াজ আসে। কুমু খাওয়া ভুলে, "ও কিসের আওয়াজ গো!" বলে ঘুরে বসে। সাত বৌয়ের মধ্যে প্রথম চারজন দিদিশ্বাশুড়িকে দেখেছে। সে খান্ডার বুড়ি শেষ সময়ে হাঁটতে পারতো না ভালো করে। তবু অতিথ তিরেথ এলে, ছেলেরা খেতে বসলে ওমনি পা টেনে টেনে এসে হেঁসেলের দাওয়ায় বসত তদারক করতে। বড়, মেজ, সেজ, নয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। অন্যরা কালো বিড়ালটা হবে বোধহয় বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও সে খবর নিয্যস তিন তরফের কত্তা গিন্নির কানেই উঠল। বড়গিন্নি চোখে আঁচল দিয়ে "যেদিন তিন হাঁড়ি আলাদা হয়েছে সেদিনই জানি উনি শান্তিতে নেই" বলে নাক টানলেন। মেজ খান্ডারপনায় শ্বাশুড়ির ধারা রেখেছে, বয়সকালে ডাকাবুকো বলে তার নাম ছিল, সে "আহা কাঁদো কেন দিদিভাই, আগে দেখাই হোক না কেন ব্যাপারটা কী!" বলে খানিক সামাল দিতে যাচ্ছিল, ছোটগিন্নি তার মধ্যে পড়ে, "ও বড়দিভাই, কুমুর কাছে তোমরা লুকিয়েছো বলেই উনি কুপিত হয়েছেন। জানোই তো মেয়ে আমাদের প্রাণের প্রাণ ছিল ওনার!" বলে দোহার ধরলো। তিনকত্তা কাছারীঘরে বসে তিনগুন তামুক উড়িয়ে দিলেন সেদিন। ছেলেরা সামনে গিয়ে কোনো কথা বলারই সাহস পেল না।

সেইথেকে সবজায়গায় পাহাড়া বসলো। পুকুরঘাটে, হেঁসেলের পিছনে, চন্ডীমন্ডপের আনাচে কানাচে। তবু কখনো না কখনো, কোথাও না কোথাও বুড়ির পা ঘষটানোর আওয়াজ শোনা যায়। মায় বড়কত্তার ঘরে অবধি অষ্টমীর রাতে আওয়াজ শোনা গেল। নবমীর দিন সকাল থেকে কুমুর মুখে আর অন্ন রোচে না। যা খায়, তাই পেটে পড়তে পায় না। সদরে ডাক্তার আনতে ছুটলো ন'দার সদ্য ডাক্তারী পড়তে ভর্তি হওয়া ছেলে তরুণ আর বাজার সরকার। ছোটগিন্নি শেতলার থানে মানত করলেন, তারপর

DSSR
A SERVICE THAT MATTERS
শারদীয়
শুভেচ্ছা
Dipankar Dasgupta
Payment Advisor
DSSR Payment Solutions
DSSR
+1 781 661 8000 mobile
+1 833 377 7010 office
dipankar@dssrpaymentsolutions.com work
dssrpaymentsolutions@gmail.com
www.DSSRPaymentSolutions.com
SAVE CONTACT

একমাথা ঘোমটা দিয়ে বড়ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, "মা কুপিত হয়েছেন দাদা। কুমুর সাথে এইসব লুকোছাপা কী আর তাঁর পছন্দ হয়?" বড়ঠাকুরেরই মেয়ে কুমু, তিনি আর থাকতে না পেরে বললেন, "কি করি বুদ্ধি দাও দিকি ছোটবৌমা?" ছোটবৌমা বরাবরই বাড়ির সবচেয়ে বোকা বৌ বলে পরিচিত, তেনার কাছে বড়ঠাকুর বুদ্ধি চাওয়ায় তিনি ধন্য হয়ে গিয়ে বললেন, "মায়ের সামনে শপথ করুন আপনারা তিন ভাই, হাঁড়ি আর আলাদা রাখবেন না। তবে যদি তাঁর কোপ শান্ত হয়।" মেজ তরফ খানিক বেগড়বাঁই করছিল বটে, কিন্তু ছোটগিন্নি কেঁদে পড়লেন, মেয়েটা আমার মরেই যাক তবে মেজদি। তাঁরাও নেহাত উপায়ান্তর না দেখে মত দিলেন। আড়ালে মেজগিন্নি কত্তাকে ডেকে বললেন, আচ্ছা হ্যাঁ বলে দাও এখন, পরে গয়ায় একখান পিন্ডির ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

একাদশীর দিন রিক্সাভ্যানে দুই স্যুটকেস ভর্তি পুজোর সওগাত নিয়ে ফিরছিল সপরিবার কুমু।

জামাইবাবাজী বললেন, "মেজখুড়ি গয়ায় পিন্ডি দিয়ে আনালে কি হবে?"

-"তা সে আরেকবার আসতে হবে, কি আর হবে!"

-"রিনি বলে ফেলবে না তো?"

-"নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমার ভাইঝি হয়।"

-"কিন্তু সত্যি খোঁড়া হয়ে যেতে পারতাম, তোমার মেজকাকা লেঠেল দাঁড় করিয়েছিল জানো!"

-"হওনি তো! বউয়ের জন্য এইটুকু করবে না?"

-"আহা, করবো না কী বলেছি! সবেধন নীলমণি বউ আমার!"

-"বুড়ো বয়সে রকম দেখো না!"

With Best Wishes from the Mitra Family

Holy Joes

meats AND more

Nawabs Kebabs

...Come savor the culinary delights of fine Hyderabadi cuisine at Nawabs Kebabs. Our menu promises to bring the exclusive flavors of extravagant Nawabi cuisine to your table. Fresh meats and fine handpicked spices retain the authenticity of the dishes. After trying our mouthwatering Kebabs, Dum Biryani, Haleem, and Mirchi Ka Salan you will surely leave asking for more.

জানা অজানা

তনুশ্রী চন্দ্র

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কত জানা অজানা ঘটনা চরিত্র। কিছু ঘটনা, কিছু চরিত্র আমাদের মনে দাগ কেটে থাকে। আবার কিছু চরিত্র মুছে যায় আমাদের মন থেকে। তেমনি এক মনে থাকা চরিত্র নিয়ে আজকের গল্প।

লীলা হলো গল্পের নায়িকা। গল্পের সূত্রপাত আজকের নয়, অনেকদিন আগেকার। লীলা যুবতী নারী নয়। লীলা একজন বৃদ্ধা মহিলা। গল্পটা প্রথম থেকেই বলি। লীলার বাবা পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে এক পোষ্টঅফিসে চাকরী করতো। অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে খুব সাধারণভাবেই লীলা মানুষ হচ্ছিলো। পড়াশোনায় ওর একদম মন ছিলো না। কিন্তু আঁকা, আলপনা দেওয়া, সেলাই ও তারসাথে রঙ মেলানোতেও ও অসম্ভব পারদর্শী ছিল। রান্নার হাতও খুব ভালো ছিল তার। কিন্তু বিয়ের বাজারে শুধুমাত্র এর কোনো দাম ছিল না বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষা এবং অর্থ না থাকলে কোন ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসতো না। সংসার করার জন্য সেলাই, অল্প-বিস্তর আঁকা-জোকা ও তার সাথে রান্না তো সবার জানতেই হবে। শিক্ষা এবং অর্থ না থাকলে কোন ভালো বিয়ের সম্বন্ধ আসতো না। বয়সের সাথে সাথে রূপতো ঝরে যাবেই। অর্থ ও শিক্ষা ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

এদিকে লীলা যতই বড় হচ্ছে ততই সুন্দরী হচ্ছে। সুন্দরী তো ছোটবেলা থেকেই ছিলো। এখন লীলার সৌন্দর্য্যর আলোয় চোখ ঝলসে যায়। লীলার বাবা শচীনবাবু তখন মেয়ের বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। টাকাপয়সার অভাবে কোন ভালো পাত্র জোগাড় করতে পারলেন না। তখন লীলার বিয়ের জন্য শচীনবাবু কলকাতায় তাঁর এক বৌদির দ্বারস্থ হলেন। তাঁর এক পিসতুতো দাদা একজন সফল ব্যাবসায়ী। তিনি কলকাতায় থাকেন, সেখানেই তাঁর ব্যাবসা। কিন্তু বিজনেস ছাড়া তাঁর সময় ও মন কোনদিকেই নেই। কিন্তু বৌদি সবার সাথেই খুব যোগাযোগ রাখেন। তাই বৌদির বাড়ীতে আত্মীয়দের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। বৌদি প্রয়োজনমত তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দাদার অবশ্য এতে কোন আপত্তি ছিলো না। বৌদি খুব তাড়াতাড়ি একটি ভালো ছেলের সন্ধান পেলেন। শচীনবাবুও খুব তাড়াতাড়ি লীলাকে নিয়ে তাঁর দাদার বাড়ীতে চলে এলেন।

KUMON

LEARNING CENTERS

Preschool – High School

Math and Reading Program

To learn more,

schedule a FREE orientation today!

practice makes possibilities™

There is no shortcut to greatness. Mastery of skills takes practice. Your student can excel in math and reading ... with practice.

Kumon Math and Reading Centers of

Belmont
704.413.1999

Charlotte - Ballantyne
704.752.7757

Charlotte - Carmel West
704.877.2005

Charlotte - Providence
704.503.8989

Charlotte - Rea Farms
704.317.8100

Charlotte - Southwest
704.588.8988

Concord - Speedway
704.784.5866

Fort Mill - West
803.801.1222

Harrisburg - Town Center
704.312.5889

Huntersville - North
704.281.6562

Matthews - Weddington Mckee
704.846.8798

Wesley Chapel
704.843.5555

*Most Kumon Centers are independently owned and operated. Additional fees may apply. See Center for applicable terms and conditions.

©2022 Kumon North America, Inc. All rights reserved.

এদিকে মেয়ে দেখার দিন বৌদি প্রমীলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাই তিনি তাঁর বোনের মেয়ে আশা ও তার স্বামী বিজয়কে ডাকলেন অতিথি আপ্যায়নের জন্য। আশা-রা ওদের পাড়াতে থাকতো। ওরা এসে সমস্তটা সামলে নিল। ভাগ্যের খেলায় সেদিন বিজয়বাবুর দিদির স্বামী দেবেনবাবু পাটনা থেকে বিশেষ কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। উনি কাজ শেষে বিজয়বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলেন দেখা করার জন্য। ওদের দেখা না পেয়ে বাড়ীর কাজের লোকের সাহায্যে আশা-র মাসী প্রমীলাদেবীর বাড়ীতে চলে এসেছিলেন। তখনকার দিনে না বলে পরিচিত ও আত্মীয়দের বাড়ীতে যাওয়াটা কেউ খারাপ বলে মনে করতেন না। তাই দেবেনবাবুকে দেখে বিজয় ও আশার সাথে প্রমীলাদেবীও খুব খুশী হলেন। আর খুশী হলেন দেবেনবাবু নিজেও, লীলাকে দেখে। দেবেনবাবু তাঁর বড়ছেলে তিমিরের জন্য পাত্রী খুঁজছিলেন। লীলাকে তাঁর খুব পছন্দ হলো। উনি প্রমীলাদেবীকে বললেন সেকথা এবং জানালেন যে তাঁর বড়ছেলের পছন্দ হলে খুব তাড়াতাড়ি এই বিয়ে সম্পন্ন হবে। তবে তিনি জানেন যে তাঁর বড়ছেলের এই মেয়েটিকে পছন্দ না হওয়ার কোন কারণ নেই। আর এদিকে যাদের দেখানোর জন্য লীলাকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল, তাঁরাও লীলাকে দেখে পছন্দ করলেন। তবে পাকা কথা দেননি। দেনাপাওনার কথা আলোচনা করে পরে জানাবেন বলে জানিয়েছিলেন। তাই শুনে দেবেনবাবু আবারও শচীনবাবুকে বললেন, "আমার ছেলের পছন্দ না হওয়ার কোন কারণ নেই, আর আপনার চিন্তা করার কোন কারণ নেই, বিয়ের সমস্ত খরচই আমার।"

খুব ধূমধাম করে লীলার সাথে তিমিরের বিয়ে হল। একটা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ের সাথে তখনকার দিনের হিসেবে একটা উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ের বিয়ে হল। পাত্র দেখতে ভালো। পাত্ররা দুইভাই মিলে অল্পকিছুদিন হল নতুন বিজনেস আরম্ভ করেছে। তিমিরদের বিজনেস নতুন হলেও অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা এখন সফল ব্যাবসায়ী। অনেক বড় পরিবার। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, তিমিরের তিনভাই ও তিনবোন মিলে পরিবার বেশ জমজমাট। শুধুমাত্র বড় ননদের বিয়ে হয়েছে। আর বিয়ে হয়েছে তিমিরের। পরিবারের সবাই সুদর্শন। লীলা একমাত্র বৌ। পাটনা শহরে বড় দোতলা বাড়ী। বিদ্যুতের আলো, কাজের লোকজন, ফ্রিজ, রেডিও কোন অভাব নেই। লীলাতো অভিভূত। তারমধ্যে বোনাস হলো তিমিরের মামারবাড়ী। তিমিরের দাদুও একজন সফল ব্যাবসায়ী। বিশাল বাড়ী ও সংলগ্ন জমি সহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তিমিরের মামারবাড়ী। পাটনার বাঙালী সমাজে ওর দাদাশ্বশুর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর বড়ছেলে বিজয় কলকাতার হাইকোর্টে একজন সফল উকিল। বিজয়বাবু ও তাঁর স্ত্রী আশার জন্যই তো তার এত ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। ছোটমামা ও দুই ছোটমাসীর এখনও বিয়ে হয়নি। ছোটমামা কলকাতায় দাদার বাড়ীতে থেকে ইংরেজীতে এম. এ. পড়ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই মাসী এখানকার কলেজে পড়ে।

লীলা একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়। এত বড়বড় মেয়ে থাকা সত্ত্বেও যুবাবয়সী ছেলেমেয়েদের আনাগোনা দেখে। সারাক্ষণ বিভিন্ন আলোচনা, মাসিক পত্রপত্রিকার কাজ, মিটিং, নাটকের রিহার্সালের জন্যই এত লোকজনের আনাগোনা হত। তবে লীলা আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে। অজয়বাবু বলে তার স্বামীর একজন বন্ধু, তিমিরের ছোটমাসীর খুব ঘনিষ্ট, ছোটমাসীর সাথে খুব কথা বলে। লীলা একদিন ওর বরকে বলে ফেললো, "কেন অজয়বাবু তুমি না থাকলেও এ বাড়ীতে যাতায়াত করে?"

তিমির একটু রাগ করেই উত্তর দেয়, "ও শুধু আমার বন্ধু নয়, আমার মামা হয়, আমার দিদিমার বাপেরবাড়ীর সম্পর্কে, কোনও এক ভাইয়ের ছেলে হয়। মামারবাড়ীর সূত্রে ওর সাথে আমার আলাপ। বয়সে ছোটমামার কাছাকাছি, তাই ছোটমামার সাথে ওর খুব ভাব, সাথে দুই মাসীর সাথেও। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছোটমাসী ও ওনার একই সাবজেক্ট, তাই উনি ছোটমাসীর পড়াশোনায় সাহায্য করেন। আর অজয়ের পরিবারও আমাদের মত প্রবাসী বাঙালী, তাই ছুটির সময় অজয় যখন পাটনায় আসে, আমাদের দুই পরিবারও আসাযাওয়া করে। আমার মাসীদের মতো আমার বোনেদের সাথেও ওর ভালই মেলামেশা।"

তারপর লীলা আর এই নিয়ে ভাবেনি। তাছাড়া ভাবনার সময়ও ওর ছিল না। দিনগুলো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছিলো। কিছুই ছোঁওয়া তার সাধ্য ছিল না। না সুখ, না দুঃখ, খালি ছিল ব্যস্ততা, আর চলা আর চলা, সঙ্গে আবেগ আর দুচোখে স্বপ্ন।

কিন্তু মাটির মানুষ দুচোখে স্বপ্ন আর আবেগ নিয়ে কতটুকু আর উড়তে পারে স্বপ্নের আকাশে?

তাই লীলাকে থামতে হল একটা বজ্রপাতে। তাও তো লীলা বজ্রপাতে বিধ্বস্ত হলেও বেঁচে গেলো, কিন্তু তিমির থামলো

CHESS KLUB
Offering
IN PERSON
CHESS
CLASSES
at
Fort Mill
&
Ballantyne
Concord
COMING SOON
704-248-6999 | hello@chessklub.com
Ballantyne: 14045 Ballantyne, Corporate Pl, Ste 101, Charlotte 28277
Fort Mill: 852 Gold Hill Road, #101, Fort Mill, SC 29708
CHESSKLUB.COM
We offer online chess classes too

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। হ্যাঁ, তিমির একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলো। ব্যাবসার কাজে দানাপুর যাওয়ার পথে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে খাদে পড়ে যায়। অন্যসময় নিজের গাড়ী করেই যাতায়াত করত তিমির, কিন্তু সেদিন হঠাৎ গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় ট্রেনে করে যেতে হয়েছিল ওকে। বিধাতা তাই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন বোধহয়। লীলা শোকে, দুঃখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সর্বক্ষণ ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে রাখতো। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, আশা-হতাশা কিছুই চিরস্মরণীয় নয়। তাই লীলাও শান্ত হল একসময়। শান্ত হল আস্তে আস্তে ওর পরিবারের সবাই। অবশেষে শান্ত হলেন ওর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। সন্তানশোকে সময় মলম লাগিয়ে দিল।

তিমিরের ছোটভাই তরুণ বিজনেসের সাথে সাথে সংসারেরও হাল ধরলো। বিজনেস দুইভাই মিলে আরম্ভ করলেও তিমিরই মোটামুটিভাবে পরিশ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে বিজনেস এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। এখন তরুণই সবার পথপ্রদর্শক হল। এরমধ্যে তরুণের মা বলতে আরম্ভ করলেন এই পাটনা শহরে তিনি আর থাকবেন না। যদিও এই পাটনা শহরে তাঁর জন্ম, ছোটবেলা, বিয়ে, বড়বেলা সবকিছু কেটেছে, তবু ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এই শহর অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি অন্য জায়গায় চলে যেতে চাইছিলেন। দেবেনবাবুরও একই অবস্থা। তাই তিনি তার জায়গা-জমি, নিজের বিজনেস, সমস্ত বিক্রী করে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি বড় দোতলা বাড়ী কিনলেন। কারণ, তাঁরা দুজন স্বামী-স্ত্রী, জীবিত দুই ছেলে এবং অবিবাহিতা দুই মেয়ে ও বিধবা পুত্রবধূ নিয়ে বেশ বড় পরিবার। বড় বাড়ী নাহলে চলবেনা। তরুণ একেবারে পাটনা ছাড়তে পারলোনা। বিজনেসের জন্য কলকাতা এবং পাটনা দু-জায়গায়ই তাকে থাকতে হতো। আরও উল্লেখযোগ্য, লীলার দাদাশ্বশুরও তাঁদের বাড়ী-ঘরদোর, সম্পত্তি, বিজনেস বিক্রী করে হাওড়ায় নতুন বাড়ী করে বসবাস শুরু করলেন।

যদিও লীলার পড়াশোনায় কোন আগ্রহ ছিলনা, শ্বশুরবাড়ীর সবার ইচ্ছেয় ওকে বাধ্য হয়ে স্কুলে ভর্তি হতে হলো। নিজের ভবিষ্যত ভেবে তরুণের জোরাজুরিতে লীলাকে মানতে হয়েছিল স্কুলে আবার নতুন করে পড়া-লেখার জন্য। তিমিরের ছোটভাই তপন ওকে দেওয়া-নেওয়া করতো। আস্তে আস্তে কয়েকজন মেয়ের সাথে ওর বেশ বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাথেসাথে পড়াশোনা নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে অঙ্ক ও ইংরেজী। তরুণ কলকাতায় থাকলে অঙ্কটা সাহায্য করতো। কিন্তু সবসময়তো ও কলকাতায় থাকতো না। ননদরাও মাঝেমাঝে হেল্প করতো। ইতিমধ্যে পরপর দুই ননদের বিয়ে হয়ে গেল। তরুণ তারপর লীলার জন্য মাঝবয়সী একজন টীচার ঠিক করলো। কোনরকমে পাশ করে ক্লাস টেন-এ ও উঠলো।

রেজাল্ট বেরুবার পরে মামারবাড়ীতে এক মাসীর বিয়ে ঠিক হলো। তাই লীলা আব্দার করে মামারবাড়ীতে পনেরোদিন আগেই চলে এলো। পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। স্কুল বন্ধ। স্কুল খুলবে জানুয়ারীর প্রথমে। তাই শ্বাশুড়ী প্রতিভাদেবী রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর সংসার ফেলে এতদিন আগে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তিনি তাঁর মা, বোন এবং পরিবারের সবাইকে তাঁর পুত্রবধুর দেখাশোনার জন্য অনুরোধ করলেন।

লীলা হাওড়ার বাড়ীতে এসে খুব খুশী হলো। মামার বাড়ী এলে ওর সবসময় খুব ভালো লাগে। দাদুর বাড়ীতে সবসময় খুব মজা হয়। তারপর এখনতো আবার বিয়েবাড়ী বলে কথা। দাদুর অন্যান্য বোনের ছেলেমেয়েরা এবং নাতি-নাতনী মিলে বিয়েবাড়ীকে একেবারে চাঁদেরহাট করে তুলেছিলো। শুধুমাত্র একজন মানুষের অভাব সবসময় মনে হয়। তবে লীলা মনকে বেঁধে রাখতে শিখে গিয়েছে। সে জানে তিমির ছাড়া তাকে সুদীর্ঘ জীবন চলতে হবে। কোনদিন সে আর আসবে না। ইতিমধ্যে ছোটমামা, বড়মামা ও বড়মামীও কলকাতার বাড়ী থেকে হাওড়ার বাড়ীতে চলে এলেন। ছোটমামারও পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই তার জন্য ভালো পাত্রীর সন্ধান চলছে। বোধহয় অজয়মামার মত ছোটমামারও শিক্ষকতায় নিয়োগের জন্য কথাবার্তা চলছে। লীলার ননদরাও সবাই চলে এল আর তাদের কলকাতার বাড়ী থেকে দেবেনবাবু ও প্রতিভাদেবীও চলে এলেন। ছোটমাসী বিয়েবাড়ীতে একটু চুপচাপ ছিলো। অজয়বাবু আসার পরই ছোটমাসী আড্ডায় একটু-আধটু যোগ দিত। ও তো একদিন বলেই ফেললো, "ছোটমাসী এবার তো মনে হচ্ছে তোমার বিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হবে।" ছোটমাসী চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলো যে কেন একথা বললো। সঙ্গে সঙ্গে লীলা উত্তর দিল, "অজয়মামা তো তুমি ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখেন না। সারাক্ষণ আঠার মতো তোমার সাথে লেগে থাকেন।" ছোটমাসী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, "তোমার ভুল ধারণা। উনি আমার আত্মীয় ছাড়াও ভালো বন্ধু বলতে পারো।" লীলা তারপর চুপ করে গেল। দেখতে দেখতে বিয়ে এবং বৌভাত মিটে গেল। লীলাও বেলেঘাটার বাড়ীতে ফিরে এল।

super G mart
Largest Selection of International Food in North Carolina
International Variety / Fresh Ingredients / Fish Clean Service
CHARLOTTE
7323 E.Independence Blvd.
Charlotte, NC 28227
Tel : (980) 321 - 4048
GREENSBORO
4927 W. Market St
Greensboro, NC 27407
Tel : (336) 252 - 1055
PINEVILLE
10500 Centrum Pkwy.
Pineville, NC 28134
Tel : (980) 999 - 6487
OPEN 365 DAYS
www.supergmart.com
We Accept EBT
NC WIC

আবার শুরু হলো একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন। ইতিমধ্যে তরুণের সাথে লীলার বেশ ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।তরুণের মধ্যে ভাই ও বন্ধু দুইয়ের মিশ্রণ পেত। তাই লীলা আবার তরুণের কাছে ছোটমাসী ও অজয়বাবুর প্রসঙ্গ তুললো। তরুণও কিন্তু তিমিরের মতোই ওদের সম্পর্কটা অস্বীকার করলো। তরুণ খোলাখুলিভাবেই বললো ছোটমাসীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ছোটমাসীর নিজের পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ে হবে। যার সাথে মাসীর বিয়ে হবে তার নাম রজত মিত্র। তিনি ডাক্তারী পড়ছেন। অল্প কিছুদিন বাদেই তার পড়া শেষ হবে। তারপর সুযোগ-সুবিধামত তার বিয়ে হবে। প্রথমে নিজেরা বিয়ে ঠিক করেছিল বলে দুইবাড়ীর লোকেরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল, এখন অবশ্য মত দিয়েছে। ছেলেরা এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালী। রজতমামুও অজয়মামা এবং ছোটমামার বন্ধু। দাদারও খুব বন্ধু ছিল। অজয়মামার বেশী বন্ধু, তাই অজয়মামার সাথে ছোটমাসীর এত ভাব। রজতমামা অত্যন্ত সুদর্শণ পুরুষ। রজতমামা বিয়ের দিন এসেছিল। লীলা দুঃখিত হয়ে বললো, "ওমা! আমিতো দেখলাম না!" তরুণ হেসে বললো, "তুমি তো রজতমামুর মত সুদর্শণ পুরুষকে ছেড়ে অজয়মামার মত সাধারণ দেখতে লোকের উপর গোয়েন্দগিরি করছিলে। ভুল স্থানে তোমার অনুসন্ধান চালাচ্ছিলে।"

এরই মাঝে লীলার টিচার লীলাকে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তরুণ অজয়বাবুকে টিচার হিসেবে ঠিক করলো। ওনার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বান শিক্ষক লীলার মত একজন সাধারণ ছাত্রীকে পড়ানোর জন্য রাজী হওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় ছিল। হয়তো অনুরোধ এবং ওদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্যই রাজী হয়েছিলেন। তবে ওনার পড়ানোর পদ্ধতি খুবই ভালো ছিল। ফলস্বরূপ, টার্মিনাল পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলো। বাড়ীর সবাই খুশী। উনি শনি ও রবিবার ছাড়া রোজই আসতেন। রাতের খাবার তরুণের বাড়ীতে খেয়ে যেতেন। তরুণের মা ওনাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। আস্তে আস্তে লীলার রেজাল্ট ক্রমশঃ ভালো হতে লাগলো। পরিবারের সবাই খুব খুশী। তবে শনি-রবিবার এই দুটোদিন লীলা ও অজয়বাবুর একটু খালি খালি লাগতো। এরমধ্যে গরমের ছুটি পড়লো। অজয়বাবু প্রতিবারের মত গরমের ছুটিতে পাটনায় নিজেদের বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে পাটনা থেকে কলকাতায় চলে এলেন। ওরা বুঝেও কখনো দুজনের কাছে দুজন খোলাখুলি হয়নি। এসেই আবার লীলাকে পড়ানো শুরু হল। ততদিনে দুবাড়ীর লোকেদের টনক নড়ে উঠেছে। কড়া হলো শাসন। বাড়ীর লোকেদের কড়া শাসনে ওরাও ওদের মনের দরজা নিজেদের কাছে খুলে দিল। নতুন মহিলা টিচার লীলার জন্য ঠিক করা হলো। কিন্তু আবেগ তো নদীর জলোচ্ছাসের মত। তাকে বাঁধ দিয়ে তো সবসময় আটকে রাখা যায় না। যতই ভালো শ্বশুরবাড়ী হোক না কেন, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিধবা পুত্রবধূর বিয়েতো দূরের কথা বিধবা মেয়েরও বিয়ে দেওয়ার সাহস মা-বাবার থাকতো না। সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক সমর্থনের অভাবে দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হলেও সামাজিক সমর্থনের অভাবে আজও তেমন প্রচলিত নয়। বরং ডিভোর্সী মেয়েদের সেই তুলনায় অনেক বেশী বিয়ে হয়। পারিবারিক কড়াশাসন ওদের মেলামেশা আটকে রাখতে পারলো না। তারপর ওরা একদিন স্কুল যাবার নামে বেড়িয়ে কোর্টম্যারেজ করে বম্বের পথে পাড়ি দিল।

তারপর আর ওদের থেমে থাকতে হয়নি। অজয়বাবু বম্বেতে একটা ভালো কলেজে ইংলিশ অধ্যাপনার চাকরী পেয়েছিলেন। বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যে ওদের একটা মেয়েও হয়েছিল। মেয়ের বছর দেড়েক বয়সে অজয় লীলাকে একটা আর্টস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো। রং তুলির দক্ষতার সাথে, রংয়ের সাথে রংয়ের মিলমিশটা লীলার বিশেষত্ব ছিল। তারপর কাটিং ও ডিজাইনিংয়ের একটা কোর্স করে আজ লীলা বোস একজন ডিজাইনার হিসেবে পরিচিত। বম্বেতে ওর একটা বুটিক আছে। তারপর ওর মেয়ে-জামাই আরও অনেকগুলো বুটিক করেছে ওর সাথে বিভিন্ন শহরে। জামাই রোহন সিং অজয় ও লীলার খুব পছন্দের ছিল। অজয় দুবছর হলো মারা গিয়েছে। লীলা এখন একা। মেয়ে জামাই সারা বছর ওদের কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একমাত্র নাতনী ময়না ওর কাছেই থাকতো। কিন্তু একবছর হল ময়না বিয়ে করে অন্য শহরে থাকে।

লীলা এখন বাড়ীর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। তিমিরের সাথে কাটানো অল্প কিছু মাসের মধ্যে তিমির ওকে এই অভ্যাসটা করিয়ে দিয়েছিল। রং-তুলি দিয়ে কার যেন আঁচড়ে সুন্দর রামধনু আঁকা আকাশে। পৃথিবীটা লীলার চোখ, মন, মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। তখনকার সেই পৃথিবীর রং-রূপ আর কখনো ও পায়নি। অজয় দিয়েছে সুন্দর এক নিশ্চিন্ত জীবন, সঠিক আধুনিক শিক্ষা ও সন্তানসুখ। যে সুখ এবং আনন্দের কাছে পৃথিবীর কোনো সুখের তুলনা হয়না। লীলা বোস আজকের একজন সুখী ও সফল নারী।

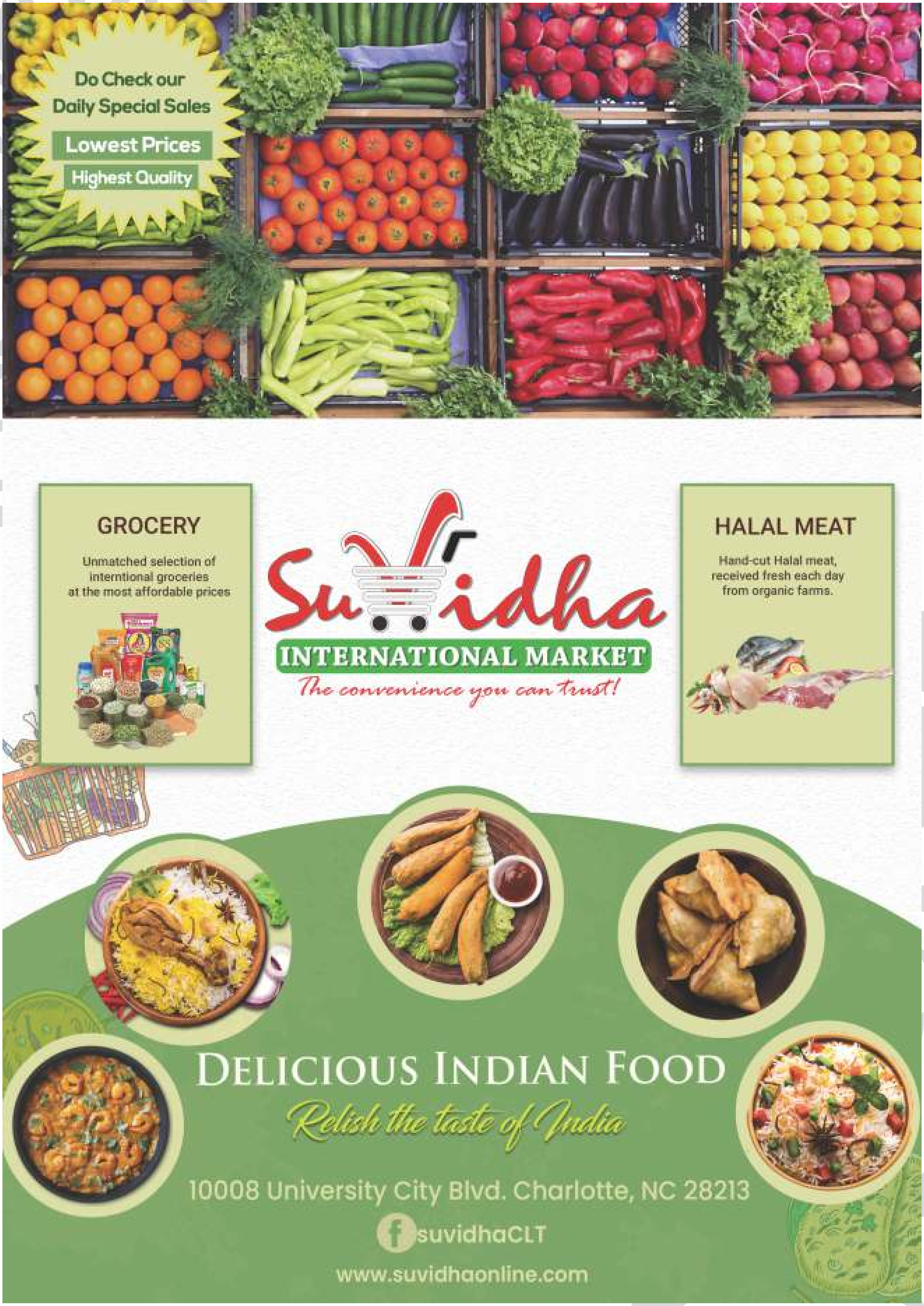

Do Check our
Daily Special Sales
Lowest Prices
Highest Quality
GROCERY
Unmatched selection of
interntional groceries
at the most affordable prices
Suvidha
INTERNATIONAL MARKET
The convenience you can trust!
HALAL MEAT
Hand-cut Halal meat,
received fresh each day
from organic farms.
DELICIOUS INDIAN FOOD
Relish the taste of India
10008 University City Blvd. Charlotte, NC 28213
suvidhaCLT
www.suvidhaonline.com

প্রথম লাইন-টা মনে আছে?

A Literary Quiz

সংকলন ঃ সুভাষ সরকার
<subhas.sarkar@gmail.com>

কয়েকটি বিখ্যাত লেখার সঠিক প্রথম লাইনগুলি এবং একটি করে ভুল উত্তর দেওয়া হ'ল। সঠিক উত্তরের সামনে [X] বসাও/বসান। প্রতি সঠিক উত্তরের জন্য ১ পয়েন্ট।

Score > 10 = Excellent; 8 - 10 = Very Good; 5 - 7 = Good; Wish you good luck!!

(১) রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"-র প্রথম লাইন?

(ক) আমার মাথা নত করে দাও

(খ) অন্তর মম বিকশিত করো

(২) কালিদাসের "মেঘদুত"-এর প্রথম লাইন?

(ক) কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুনা

(খ) আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

(৩) ঋগ্‌বেদ-এর প্রথম সুক্ত-এর প্রথম লাইন?

(ক) ত্রয়ম্বকম যজামহে সুগন্ধিং পুষটিবর্ধনম

(খ) অগ্নিমীলে পুরহিতম যজ্ঞস্য

(৪) রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" উপন্যাসে শেষ কবিতার প্রথম লাইন?

(ক) কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও

(খ) মোর লাগি করিও না শোক

(৫) কাজী নজরুল-এর "বিদ্রোহী" কবিতার প্রথম লাইন?

(ক) বল বীর, বল উন্নত মম শির

(খ) বল বীর, আমি চির উন্নত শির

(৬) জীবনানন্দ দাসের "বনলতা সেন" কবিতার প্রথম লাইন?

(ক) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

(খ) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি

(৭) "যা দেবী সর্ব ভুতেষু" মন্ত্রগুলির প্রথম শ্লোক?

(ক) যা দেবী সর্ব ভুতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

(খ) যা দেবী সর্ব ভুতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা

TIKKA BREAK

Seriously Good Indian Grub Awaits You!

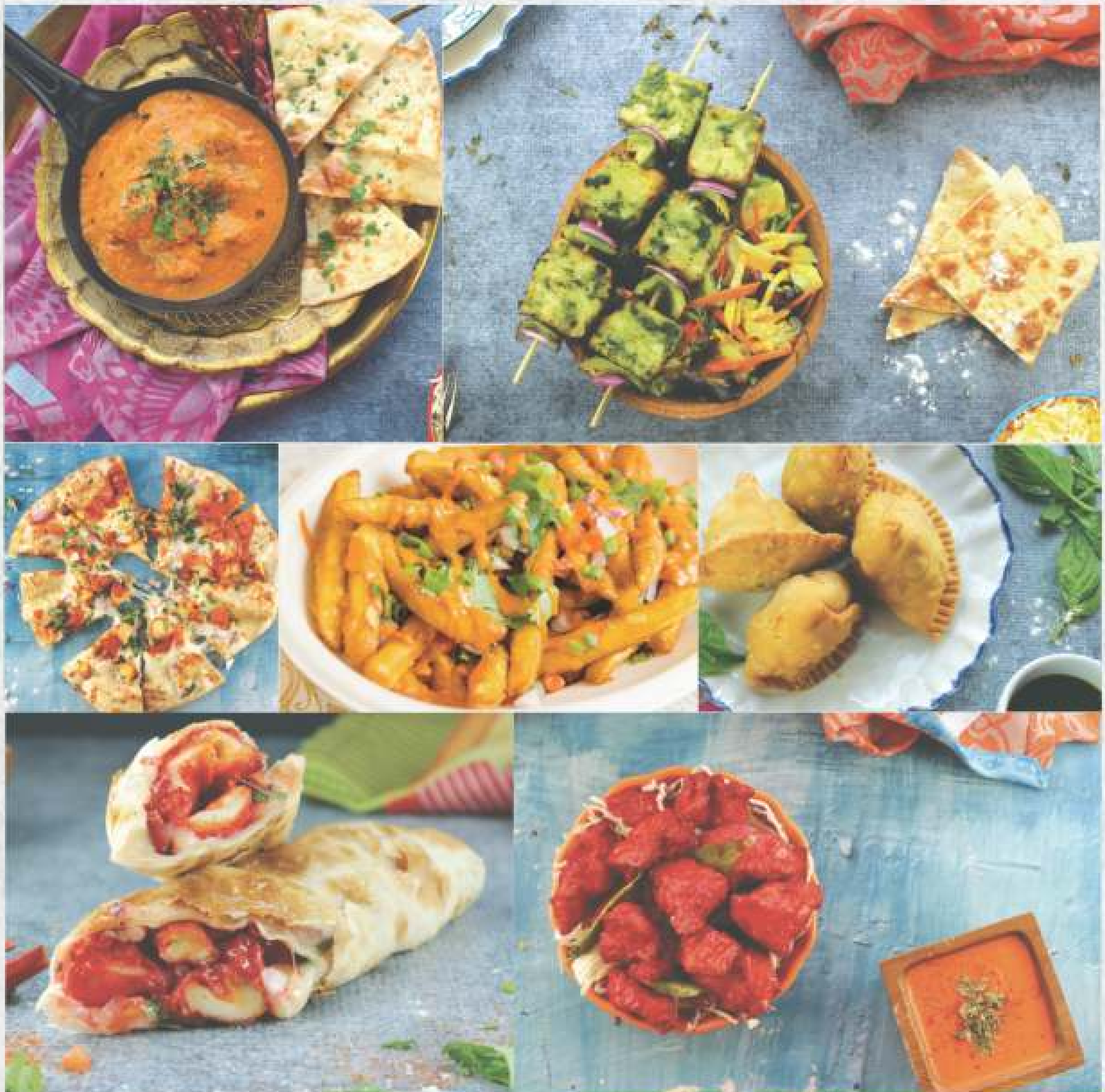

TIKKA SHACK INDIAN GRUB

400 S Tryon St Unit R1, Charlotte, NC
(980) 498-2000
www.tikkashack.com
@tikkashackindiangrub

DOWNLOAD THE

TIKKA SHACK APP

Because Easy Ordering Woks.

(৮) "মেঘনাদ বধ কাব্য"-র প্রথম লাইন?

(ক) সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি

(খ) কনক আসনে বসি দশানন

(৯) ভগবদগীতার প্রথম লাইন?

(ক) সঞ্জয় উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

(খ) ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

(১০) What is the first line of Nehru's speech on 15th August, 1947?

(ক) At the stroke of midnight hour

(খ) Long years ago we made a tryst

(১১) "জন গন মন" - যে কবিতার প্রথম Stanza ভারতের জাতীয় সংগীত, তার দ্বিতীয় Stanza-র প্রথম লাইন?

(ক) অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত

(খ) পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা

(১২) ববীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-র প্রথম লাইন?

(ক) আজি এ প্রভাতে রবির কর

(খ) আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ

সঠিক উত্তরগুলি পৃষ্ঠার নিচে দেওয়া হ'ল।

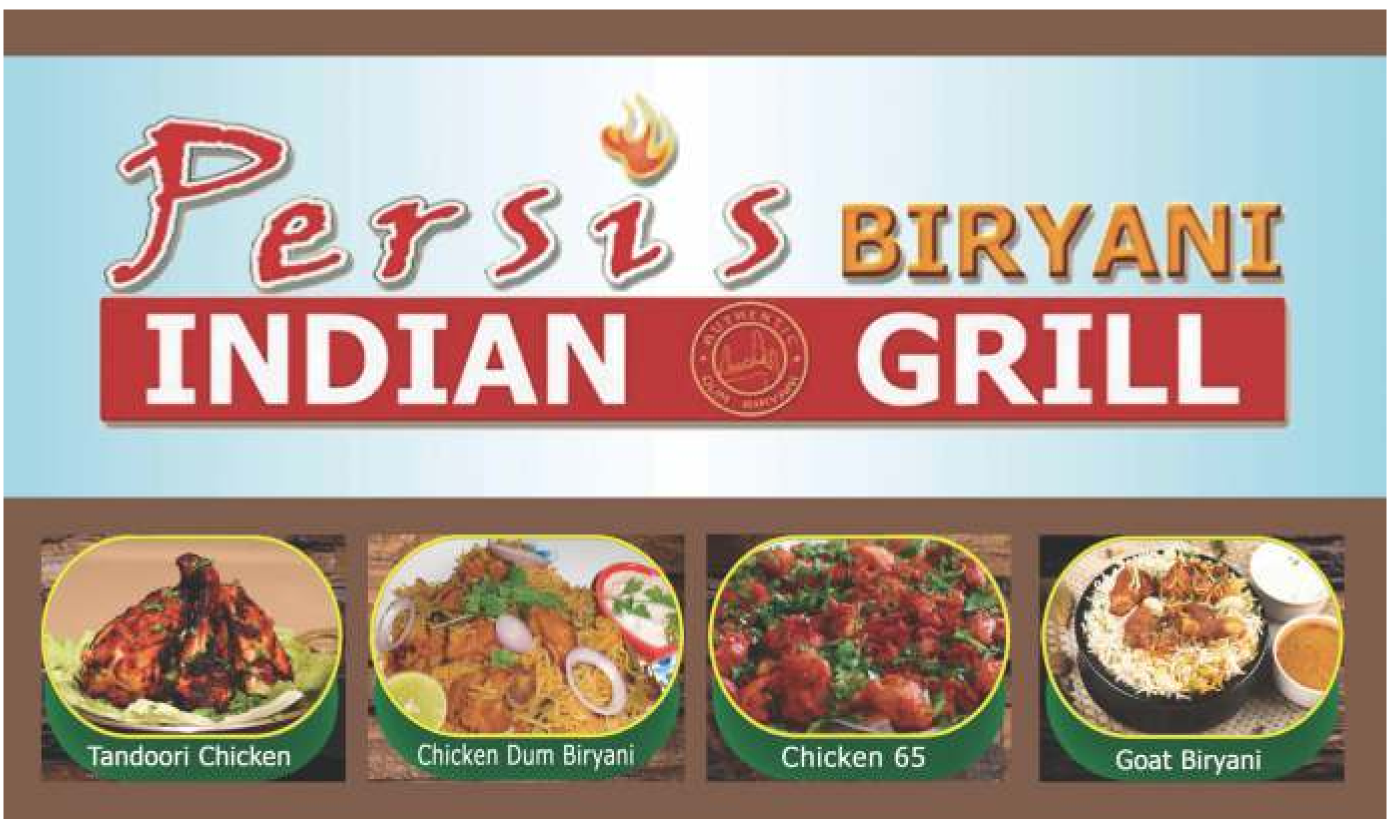

সঠিক উত্তর ঃ ১(ক), ২(ক), ৩(খ), ৪(ক), ৫(ক), ৬(খ), ৭(খ), ৮(ক), ৯(খ), ১০(খ), ১১(ক), ১২(ক)।

Wishing everyone

A Happy and Prosperous

durga puja

From

Rajib & Sonali Roy with Family

জুঁই ফুল

অশোক দাস

কোভিডের আগে এক বন্ধুর দেশে যাবার দরকার হয়ে পড়লো। কিন্তু বাড়ীতে কয়েকটা গাছ থাকায় চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। তাদের নিয়ম মতো জল না দিলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হবে না। একটা গাছ ছাড়া বাকীগুলোর বাঁচা-মড়ার জন্য চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। কেননা ওগুলো খুব সহজেই তৈরী করে ফেলা যায়। তাই সে তার এক বন্ধু অভীকের কাছে রিকোয়েস্ট করলো যদি গাছটা একটু তার বাড়ীতে রেখে দেয়। কিন্তু বন্ধুর একটা অদ্ভুত কন্ডিশন শুনে সে ঘাবড়ে গেল। বন্ধু বললো, "দ্যাখো, যেদিন তুমি গাছটা আমাকে দেবে, সেদিন থেকে গাছটা কিন্তু আমার। ওটা বেঁচে থাকলে আমার আর মরে গেলেও আমার যাবে। খুব সম্ভব মরে যাবে এবং সেটার প্রোবাবলিটিটা একটু বেশী।" কথাটা শুনেই প্রথম বন্ধু বেশ ঘাবড়ে গেল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে কাফির লাইম গাছটা বাড়িতে রেখেই কলকাতার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লো। কপালটা বড়ই খারাপ ছিল তার, কোভিডের জন্য আটকে গেলো প্রায় দুমাস। ফিরে এসে শুকনো কাফির লাইম গাছটার দিকে তাকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার।

এই ঘটনাটা জানার পর আমি যেন আর একটা ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে পেলাম। কিন্তু ঘটনাটা এত আগে ঘটেছিল যে এর সত্যতা যাচাই করার কোন সুযোগই আমার হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে যখন রটে গেল কলকাতায় বোমা ফেলবে জাপানীরা, আমার তখনও জন্ম হয়নি। কলকাতার মানুষ প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটে পালাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে। আমার বাবা, বিধবা বড় জ্যাঠাইমা ও তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে আর প্রয়াত মেজ জ্যাঠা ও জ্যাঠাইমার এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে ঠিক হ'ল নালিকুল, ন'পাড়াতে আমাদের মাটির বাড়িতে আশ্রয় নেবে। সব রেডি, কিন্তু সমস্যা হ'ল ছাদের ওপর প্রায় ১৫টা জুঁই ফুল গাছ শুদ্ধ বড় বড় টবগুলোকে নিয়ে। কি করা যায়? ঠিক হ'ল পড়শীর ছাদে গাছগুলোকে রেখে যাওয়া। অবশ্যই পড়শীরও মত ছিল তাতে। সবাই চলে গেল প্রাণ বাঁচাতে ব্যোম-এর ভয়ে। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর সবাই ফিরে এল, কেননা কলকাতা কলকাতাতেই ছিল। কিন্তু জুঁই ফুলের গাছগুলো আর কোনও দিনই আমাদের বাড়ীর ছাদে ফিরলো না। আমার ছোটবেলায় কতবার ঐ বাড়ীতে গেছি, খেলেছি... হাত ভ'রে জুঁইফুল নিয়ে আসতাম আমাদের বাড়ীতে। অবাক চোখে দেখতাম ওরা নির্যাস তৈরী করতো। অনেক বছর পরে বাবা একবার গল্প করার ছলে কথাটা বলেছিল। কিন্তু একবারের জন্যও কোনও শর্তের কথা শুনিনি। মনে হয় অভীকের দেওয়া শর্তটা হয়তো সেই সময় পড়শী আমার বাবাকে দিয়েছিল।

সেইজন্য এদেশে আসার পর থেকে জুঁই-এর খোঁজে মেতে ছিলাম। আজ জুঁই-এর খোঁজ পেলাম কিন্তু সেই দুঃখী আর সুখী মানুষগুলো কেউই আর বেঁচে নেই।

কোনও প্রমাণ নেই এই গল্পের........শুধু দুমুঠো জুঁই নিয়ে বলবো এটা আমার গাছের।

Kid friendly. *Parent approved.*

British Swim School is now open in Charlotte!

BRITISH SWIM SCHOOL™

- Year-round heated pools
- Infants through adults
- Fun, gentle methods
- Survival swim and stroke development
- 40 years of experience
- Semi-private/private lessons available

Now enrolling!

704-440-3560

britishswimschool.com/metro-charlotte

Sharanya Chaki

Antara Choudhuri

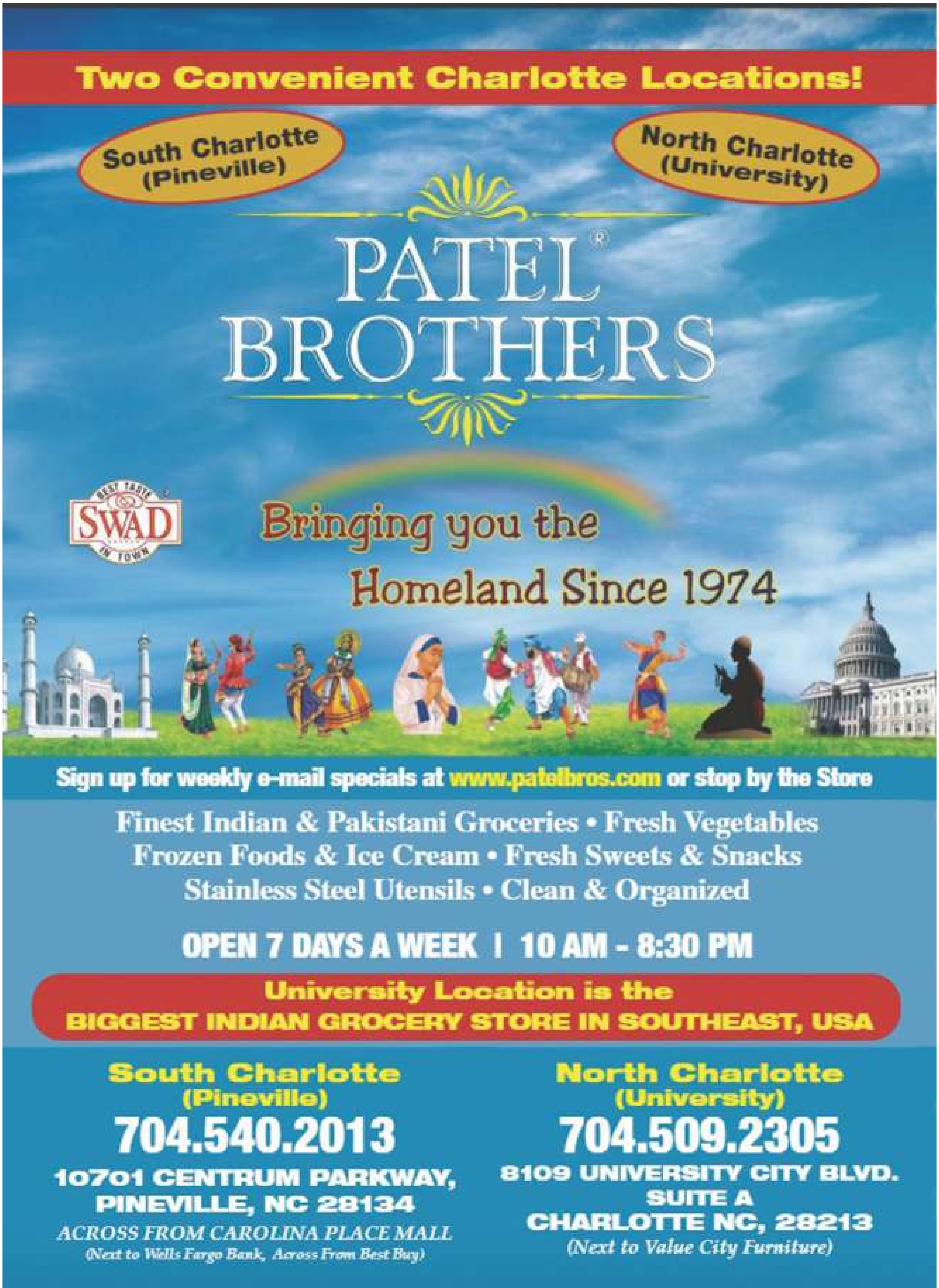
Two Convenient Charlotte Locations!
South Charlotte (Pineville)
North Charlotte (University)
PATEL® BROTHERS
SWAD
Bringing you the Homeland Since 1974
Sign up for weekly e-mail specials at www.patelbros.com or stop by the Store
Finest Indian & Pakistani Groceries • Fresh Vegetables
Frozen Foods & Ice Cream • Fresh Sweets & Snacks
Stainless Steel Utensils • Clean & Organized
OPEN 7 DAYS A WEEK | 10 AM - 8:30 PM
University Location is the
BIGGEST INDIAN GROCERY STORE IN SOUTHEAST, USA
South Charlotte (Pineville)
704.540.2013
10701 CENTRUM PARKWAY,
PINEVILLE, NC 28134
ACROSS FROM CAROLINA PLACE MALL
(Next to Wells Fargo Bank, Across From Best Buy)
North Charlotte (University)
704.509.2305
8109 UNIVERSITY CITY BLVD.
SUITE A
CHARLOTTE NC, 28213
(Next to Value City Furniture)

Mayuri Nandi

Mayuri Nandi

Maharani

INDIAN CUISINE

OPEN 7 DAYS A WEEK FOR LUNCH & DINNER

Lunch Buffet everyday

Dinner A La Carte everyday

Let us cater your next function anywhere in NC or SC.

Weddings • Corporate Parties

Birthdays • Anniversary

Any Special Occasion

901 South Kings Drive, Suite 115 (Kings Court) Charlotte, NC

704.370.2455 or 704.370.2824

Reservations Available

Swapan Nandi

The UPS Store®

Your one-stop shop for convenient products and services, including:

Notary Services • Passport Photos • Fingerprinting • Mailbox Rental

Printing • Secure Document Shredding • And much more!

Jay Patel, *Franchisee*

Blakeney Crossing
9935-D Rea Rd
Charlotte, NC 28277
704.943.1350

Ballantyne Commons
15105-D John J Delaney Dr
Charlotte, NC 28277
704.759.9601

Charlotte Convention Ctr
501 S College St
Charlotte, NC 28202
704.339.6036

Shankar Halder

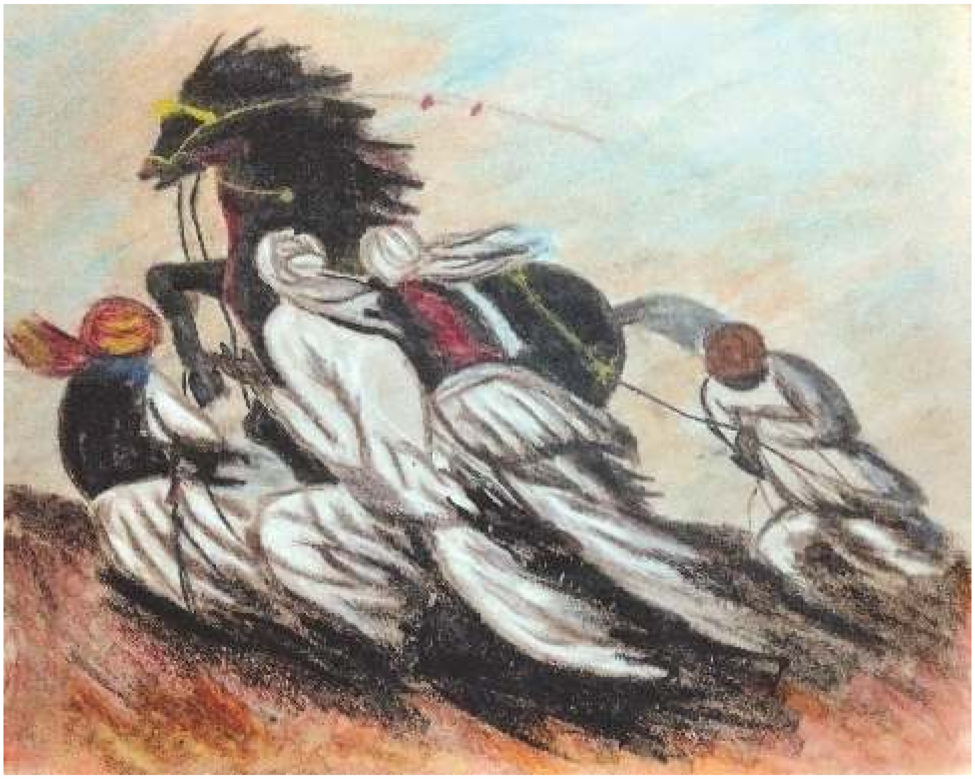

Shankar Halder

Probasi of Charlotte

Bengali Community of Charlotte

SPECIALIZED EYE & ENT CARE
WITHIN OUR COMMUNITY.

Premier care for you and your family in eighteen locations.

SUMIT
GUPTA, MD
OPHTHALMOLOGIST
UNIVERSITY

VIPUL
SHAH, MD
OPHTHALMOLOGIST
BLAKENEY & MONROE

KASHYAP
KANSUPADA, MD
OPHTHALMOLOGIST
BELMONT & HUNTERSVILLE

PAYAL
PATEL, MD
OPHTHALMOLOGIST
MONROE & MATTHEWS

OMAR
PUNJABI, MD
OPHTHALMOLOGIST
SOUTHPARK & MATTHEWS

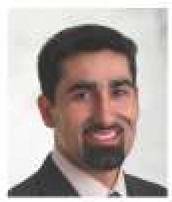

SAJEEV
PURI, MD
EAR, NOSE & THROAT SURGEON
BLAKENEY

NEELA
RAO, MD
EAR, NOSE, THROAT & FACIAL PLASTIC SURGEON
FORT MILL

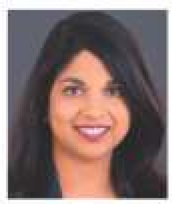

VEENA
RAO, MD
OPHTHALMOLOGIST
MATTHEWS & MONROE

USHA
REDDY, MD
OPHTHALMOLOGIST
CONCORD, HUNTERSVILLE & STATESVILLE

SHOBIT
RASTOGI, MD
OPHTHALMOLOGIST
MOORESVILLE & STATESVILLE

NEHALI
SARAIYA, MD
OPHTHALMOLOGIST
SOUTHPARK, MATTHEWS & PINEVILLE

CHARLOTTE EYE
EAR NOSE & THROAT
ASSOCIATES, P.A.®

ceenta.com/appointments